॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ জুন-আগস্ট ২০১৫

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

- প্রধানমন্ত্রী এবং আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের মধ্যে বৈঠক: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সার্বিক কোন অগ্রগতি নেই...৩

বিশেষ প্রতিবেদন:

- জনসংহতি সমিতির চলমান অসহযোগ আন্দোলন: বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ এবং বাজার বর্জন কর্মসূচি সফলভাবে পালিত...৫
- ক্ষোভের মধ্য দিয়ে সারাদেশে আদিবাসী দিবস পালিত: আদিবাসীদের সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান...৯

সংবাদ:

- যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা...১৫
- প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন...১৬
- সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল...১৯
- ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা...২০
- সংগঠন সংবাদ...২১
- আন্তর্জাতিক সংবাদ...৩২

স|ম্পা|দ|কী|য়....

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন অগ্রগতি নেই। সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে নির্লিপ্ত থেকে চরম কালক্ষেপণ করে চলেছে। পক্ষান্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে একপাশে ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে, সরকার একের পর এক চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্তসহ গত ৬ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমরা মধ্যে বৈঠক হওয়া সত্ত্বেও সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর সংশোধনের কোন উদ্যোগ নেই। ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন এবং গত জুন মাসে বাজেট অধিবেশন শেষ হয়ে গেলেও উক্ত আইনটি এখনো সংশোধিত হয়নি।

পার্বত্যবাসীর চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও জনমতকে পদদলিত করে উন্নয়নের নামে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর প্রহরায় রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। একই কায়দায় জনমতকে উপেক্ষা করে সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজও শুরু করার ষড়যন্ত্র করছে বলে জানা গেছে।

পক্ষান্তরে সরকার সাম্প্রতিক সময়ে সেনা অভিযান, ধরপাকড়, আটক ইত্যাদি জোরদার করেছে। আগস্ট মাসে বিলাইছড়ি উপজেলায় জনসংহতি সমিতির ৮ জন সদস্যকে আটক করে বড়থলি ক্যাম্পের কম্যান্ডার কর্তৃক বেদম মারধর আহত করেছে। আলিকদম উপজেলায় জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে জানালী পাড়া সেনাক্যাম্পের কমান্ডার হুমকি-ধামকি দিয়েছে। কাপ্তাই উপজেলায় বন বিভাগের কর্মীদের গুলিতে এক নিরীহ জুম্ম নিহত ও একজন গুরুতর আহত হয়েছে। বিচারহীনতার জন্য সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আদিবাসী নারীর উপর ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির চেষ্টা, অপহরণ ইত্যাদি সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমি বেদখলকারী বহিরাগতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে পুলিশ লামায় প্রতিবাদকারী এক কার্বারী গ্রেফতার করেছে। ফলে ভূমিদস্যুরা সাম্প্রতিক সময়ে ভূমি বেদখলের উৎসবে মেতে উঠেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে টেন্ডারবাজি, খাদ্য-শস্য ভাগ-বাটোয়ারাসহ এমন বিষয় নেই যেখানে সরকার মনোনীত অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদের দুর্নীতি, দলীয়করণ, দুর্বৃত্তায়ন আজ চরম সীমায় পৌঁছেনি। বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনীসহ সরকারের বিভিন্ন মহল পার্বত্য চট্টগ্রামের চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস নিয়ে উচ্চকিত থাকলেও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের চরম দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন ও অনিয়মের ক্ষেত্রে বরাবরই নির্লিপ্ততা প্রদর্শন ও দেখেও না দেখার ভান করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীরা চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসী জোরদার করেছে। পক্ষান্তরে শাসকগোষ্ঠী উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক সেটেলার বাঙালিদের সংগঠনসমূহকে মদদ দিয়ে নানা ধরনের অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। অতি সুক্ষ্মভাবে ও সঙ্গোপনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত অনুপ্রবেশ মদদ দিয়ে চলেছে।

এমনিতর অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়া এবং সরকারের চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করার লক্ষে গণতান্ত্রিক উপায়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্যবাসীর স্বতস্ফূর্ত ও সর্বাত্মক সমর্থনের মধ্য দিয়ে অসহযোগ আন্দোলন দিন দিন জোরদার হচ্ছে। জুম্ম জনগণের জাতীয় ঐক্য-সংহতি জোরদার করে চলমান এই অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য জনসংহতি সমিতি পার্বত্যবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী এবং আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি মধ্যে বৈঠক

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সার্বিক কোন অগ্রগতি নেই

গত ৬ আগস্ট ২০১৫ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬:৩০ টায় ঢাকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)-র মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয় ছাড়াও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কমপ্লেক্স স্থাপন, ইউএনডিপির প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ, আইন-শৃঙ্খলা, এলাকায় উন্নয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে কিছু কিছু বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়নে আশাব্যঞ্জক কোন সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা যায়নি।

জানা গেছে, আলোচনার সময় শ্রী সন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনটি দ্রুত সংসদে পাশ করা দরকার বলে উল্লেখ করেন। অপরদিকে আইন-শৃঙ্খলা, সাধারণ প্রশাসন বিষয়ে আলোচনাকালে শ্রী লারমা বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপাররা যে দায়িত্বাবলী পালন করেন সেগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও চুক্তির অধীনে প্রণীত আইনসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও চুক্তির অধীনে প্রণীত আইনসমূহের আলোকে তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণের (জেলা প্রশাসকগণের) Charter of Duties নির্ধারণ করা জরুরী বলে তুলে ধরেন। এছাড়া আলোচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সক্রিয়তা ও এই কমিটির নতুন আহ্বায়ক নিয়োগের বিষয়টিও উত্থাপিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের কোন উদ্যোগ নেই

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অন্যতম প্রধান দিক হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ। এই ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ বছরের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও সরকার পূর্বের মতো গড়িমসি করে চলেছে। গত ৯ জানুয়ারি ২০১৫ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন সংক্রান্ত বৈঠকে উক্ত আইনের ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং তৎসময়ে চলমান জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে উক্ত ১৩-দফা অনুসারে আইনটি সংশোধনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়ে ২০ জানুয়ারি ২০১৫ অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভায়ও উক্ত ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাব পুনরায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন এবং গত জুন মাসে বাজেট অধিবেশন শেষ হয়ে গেলেও উক্ত আইনটি এখনো সংশোধিত হয়নি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ নিয়ে তুষের আগুন জ্বলছে

প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকার এখনো রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম স্থগিত করেনি। ব্যাপক জনমতকে পদদলিত করে জুম্ম-স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখায় পার্বত্য জনমনে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। সরকার বর্তমানে সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রহরায় জনমতের বিপরীতে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে,

জনসমর্থন না থাকলে নিরাপত্তা বাহিনী বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে জনমতকে বুটের তলায় পিষ্ট করে কখনোই কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় না বা তা কখনোই টেকসই হতে পারে না। সর্বোপরি উপর থেকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দিয়ে কোন প্রকল্প জনগণের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, তীব্র গণ-বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকার একগুয়েমি ও স্বৈরতান্ত্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিকেল কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মরিয়া হয়ে পড়েছে। মেডিকেল কলেজের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সেই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে না হতেই পার্বত্যবাসীর আপত্তি সত্ত্বেও আবার গত ১৫/০১/২০১৫ তারিখে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রীর ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবন ঠিক নেই (পরিচালিত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কক্ষ থেকে), পাঠদানের নিজস্ব কোন অবকাঠামো নেই, ছাত্র-শিক্ষকদের আবাসন ব্যবস্থার ঠিক নেই। এসব কিছু অনিশ্চিত রেখে সর্বোপরি জনমতের বিপরীতে গিয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে সরকার তাড়াহুড়ো করে ভর্তি প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করেছে। এ থেকে বলা যায় যে, শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে নয়, শিক্ষা উন্নয়নের নামে জুম্ম স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্র কার্যকর করে এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা অন্য কিছু হতে পারে না বলে নির্দ্বিধায় বলা যায়।

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও ষড়যন্ত্রে সামিল না হওয়ার জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রতি ইতোমধ্যে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ আহবান জানিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে মূল্যায়ন করে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রতি জোরালো আহবান জানিয়েছে। বিতর্কিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথেসম্পৃক্ত হয়ে নিজের বা নিজের ছেলেমেয়েদের সম্ভাবনাময় শিক্ষা জীবনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে না দেয়ার জন্য এবং ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ জুম্ম ছাত্র সমাজ তথা পার্বত্যবাসীর ন্যায্য দাবির প্রতি সংহতি ও একাত্মতা প্রদর্শন করারও আহ্বান জানিয়েছে পিসিপি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়নের জন্য সরকার নিরীহ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহারের অপচেষ্টা করছে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে অনিশ্চিত রেখে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অবাস্তবায়িত রেখে সরকার এই রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের নামে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

চুক্তি বাস্তবায়নের কোন অগ্রগতি নেই

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন অগ্রগতি নেই। সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে কালক্ষেপণ করে চলেছে। পক্ষান্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে একপাশে ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে, সরকার একের পর এক চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও আইন মোতাবেক জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকার নিশ্চিত না করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের নামে, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের নামে, রিজার্ভ ফরেষ্ট ঘোষণার নামে, ব্যবসায়ী এবং প্রভাবশালী আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিকে হর্টিকালচার ও রাবার চাষের নামে ইজারা প্রদান করে হাজার হাজার একর জুম্মদের সামাজিক মালিকানাধীন জুমভূমি ও মৌজাভূমি জবরদখল করা হচ্ছে। সরকার চুক্তি অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না করে উত্তরোত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যাকে জটিল করে তুলছে। পার্বত্যবাসীর চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও জনমতকে পদদলিত করে উন্নয়নের নামে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর প্রহরায় রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে। একই কায়দায় জনমতকে উপেক্ষা করে সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজও শুরু করতে যাচ্ছে। এভাবে সরকার চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের কাজ জোরালোভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৭ বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে বিশেষত: পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম (উপজাতীয়) অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয় ও কার্যাবলী কার্যকরকরণ এবং এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিতকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ; আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ ও পুনর্বাসন; সেনা শাসন 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার; অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ভূমি ইজারা বাতিলকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকুরীতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ; চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সংশোধন; সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান এখনো অর্জিত হয়নি।

বিশেষ প্রতিবেদন

জনসংহতি সমিতির চলমান অসহযোগ আন্দোলন

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ এবং বাজার বর্জন কর্মসূচি সফলভাবে পালিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়া এবং সরকারের চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করার লক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক উপায়ে বর্তমানে চলমান জুম্ম জনগণের অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন ইস্যুতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল, হাট-বাজার বয়কট কর্মসূচি, কল্পনা চাকমাকে অপহরণের ঘটনা সংক্রান্ত মামলা নিয়ে পুলিশের তালবাহানা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাবেশ, বিভিন্ন শাখা ও সহযোগী সংগঠনের সম্মেলন ইত্যাদি কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিশেষভাবে ২৮ জুন ২০১৫ রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সকল কার্যক্রম স্থগিতসহ জেলা পরিষদের শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি বন্ধ ও শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদানের দাবিতে পিসিপি বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল; ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উপজেলা পর্যায়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ; ২৯ জুলাই ২০১৫ তারিখে রাঙ্গামাটি জেলায় ও ১৯ আগস্ট ২০১৫ তারিখে বান্দরবান জেলায় জনসংহতি সমিতির বাজার বর্জন কর্মসূচি সর্বাত্মকভাবে পালিত হয়।

বাজার বর্জনসহ উল্লেখিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিতে পাহাড়ি-বাঙালি সাধারণ জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছিল স্বতস্ফূর্ত ও সর্বাত্মক। একটি মহলের উস্কানিমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভূমিকা লক্ষ্য করা গেলেও দলের কর্মীদের যথাযথ ও কৌশলী পদক্ষেপের কারণে এবং জনসাধারণের ইতিবাচক ভূমিকা ও সহযোগিতার কারণে বাজার বর্জন কর্মসূচি প্রত্যাশার চেয়ে বেশী সফলতা পায়। এতে জনসংহতি সমিতির দাবিসমূহ ও আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে খাগড়াছড়ি জেলায় চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা হাট-বাজার বর্জনসহ অহসযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাধা প্রদানের অপচেষ্টা চালায়।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৭তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত২৯ নভেম্বর ২০১৪ ঢাকায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ঘোষণা অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়া এবং সরকারের চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করার লক্ষে ১ মে ২০১৫ থেকে এই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে।

রাঙ্গামাটিতে বাজার বর্জন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে চলমান অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২৯ জুলাই ২০১৫, রোজ বুধবার,

রাঙ্গামাটি জেলাব্যাপী সকাল ৬:০০ টা হতে সন্ধ্যা ৬:০০ টা পর্যন্ত সকল হাট-বাজার বর্জনের কর্মসূচি পালিত হয়। বলাবাহুল্য, একটি কায়েমী স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক জনসংহতি সমিতি ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলন ও বাজার বর্জন কর্মসূচির বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার ও অপব্যাখ্যা এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টির অপচেষ্টা সত্ত্বেও জেলাব্যাপী বাজার বর্জন কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

জনসংহতি সমিতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাঙ্গামাটি জেলার সকল হাট-বাজারে (জরুরী ঔষধের দোকান ও ঔষুধ ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত) আসা-যাওয়া, সকল প্রকার দ্রব্য কেনাবেচা এবং দোকান-পাট বন্ধ রাখা হয়। এমনকি এলাকার বা বাজারের অলিগলিতে থাকা ছোটখাট দোকানপাটও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হয়। বিশেষ করে পাহাড়ি জনগণের শতভাগই এই কর্মসূচিতে সমর্থন প্রদর্শন করে। অপরদিকে বাঙালি জনগণের বেশীর ভাগ অংশও স্বতস্ফূর্তভাবে এই বাজার বর্জনে সাড়া দেয়। জানা গেছে, সেটেলার বাঙালি অধ্যুষিত লংগদু উপজেলার মাইনী বাজারে বেশ কিছু দোকান খোলা রাখা হলেও সেখানে কোন ক্রেতা-বিক্রেতা যায়নি। অপরদিকে রাঙ্গামাটি জেলা সদরেও বনরূপার শপিং কমপ্লেক্স, আলিফ মার্কেট, রিজার্ভ বাজার, তবলছড়ি বাজার ইত্যাদি বাজারে প্রায় শতভাগ বাঙালি দোকান হলেও প্রায় ৮০-৯০ ভাগ দোকানপাটই বন্ধ রাখা হয় এবং কিছু দোকান খোলা রাখা হলেও সেখানে কোন ক্রেতা যায়নি। শুধু তাই নয়, ঐদিন রাঙ্গামাটি শহরে যানবাহনের চলাচল এবং রাঙ্গামাটি সদরের সাথে অন্যান্য উপজেলার নৌপথ ও সড়ক যোগাযোগও প্রায় বন্ধ থাকে। উল্লেখ্য, পাহাড়ি-বাঙালি সাধারণ জনগণ ও ব্যবসায়ী সমাজ ছাড়াও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন, সাংবাদিক, নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দও কর্মসূচি পালন কালে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন।

দীপঙ্কর তালুকদারের উস্কানিমূলক বক্তব্যঃ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও অন্যান্য সূত্রে জানা যায়, ২৭ জুলাই ২০১৫ বিকেলে রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগের কার্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবক লীগের আয়োজিত এক সভায় আওয়ামীলীগের জেলা সভাপতি দীপঙ্কর তালুকদার বলেন, '..সরকারের সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সন্তু লারমা সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে..।' দীপঙ্কর তালুকদার আরও বলেন, '২৯ জুলাই হাট বাজার বয়কট কর্মসূচিতে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে জেএসএস দায়ী থাকবে..।' বলাবাহুল্য, দীপঙ্কর তালুকদারের উক্ত বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টির অপচেষ্টা বৈ কিছু নয়।

রাজস্থলীতে উপজেলা চেয়ারম্যানের বাজার বর্জন বিরোধী ভূমিকাঃ সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, রাজস্থলী উপজেলার চেয়ারম্যান উচিন চিং মারমা বাজার বর্জনের দিন রাজস্থলী বাজারে দোকানদারদের অনেককে ডেকে ডেকে দোকান খুলতে বলে এবং বাজার বর্জনের বিপক্ষে কথা বলে। কিন্তু তারপরও চেয়ারম্যানের কথায় কান না দিয়ে দোকানদাররা যথারীতি তাদের দোকান বন্ধ রাখে বলে জানা যায়।

ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা লংগদুতে দোকান খুলতে বাধ্য করেঃ বাজার বর্জনের দিন জেলার অন্যান্য এলাকার ন্যায় দীঘিনালা সীমান্তবর্তী লংগদু উপজেলার দাঙ্গাবাজার, দজরপাড়া বাজার, খারিখাবা এলাকার ধনপুদি বাজার, কাত্তলী এলাকার রাধামন বাজার ইত্যাদি বাজারও বন্ধ রাখেন জুম্ম ব্যবসায়ীরা। কিন্তু সকাল ৮:৩০-৯:০০ টার দিকে সংস্কারপন্থী ও ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সেখানে এসে ঐ বাজারের দোকানগুলো খুলতে বলে। না খুললে দোকানগুলো জ্বালিয়ে দেবে বলে হুমকী প্রদান করে। এছাড়া সংস্কারপন্থীরা দাঙ্গাবাজারের ৪ জনের দোকানে তালা লাগিয়ে দেয় এবং এগুলো আজীবন বন্ধ থাকবে জানিয়ে দেয়। তবে খুলতে হলে দীঘিনালায় গিয়ে তাদের লোকদের সাথে যোগাযোগ করতে বলে। এরপর ঐ ৪ দোকানদার দীঘিনালায় গিয়ে সুজন নামে সংস্কারপন্থীর সাথে কথা বলে। সে আবার মহালছড়িতে গিয়ে যোগাযোগ করতে বলে। মহালছড়িতে যোগাযোগ করে চার দিন পর দোকান খোলার অনুমতি পায়।

পাহাড়ি-বাঙালি জনগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জনসংহতি সমিতির ধন্যবাদঃ জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক নগেন্দ্র চাকমা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জনসংহতি সমিতির আহুত রাঙ্গামাটি জেলাব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা সকল হাট-বাজার বর্জনের কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পাহাড়ি-বাঙালি জনগণসহ ব্যবসায়ী সমাজ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন, সাংবাদিক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, 'কায়েমী স্বার্থবাদী একটি মহলের অব্যাহত সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনগণের স্বতস্ফূর্ত সমর্থন ও সহযোগিতায় রাঙ্গামাটি জেলার সর্বত্র সর্বাত্মকভাবে এই হাটবাজার বর্জন কর্মসূচি পালিত হয়। ব্যবসায়ী ও দোকানদারবৃন্দ স্বতস্ফূর্তভাবে হাটেবাজারে ও অলিতে-গলিতে দোকানপাট বন্ধ রাখেন এবং আপামর জনগণ সকল প্রকার কেনাবেচা থেকে বিরত থাকেন। কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।'

বান্দরবানে বাজার বর্জন

একই দাবিতে জনসংহতি সমিতির আহ্বানে বান্দরবান

জেলাব্যাপী বাজার বর্জন কর্মসূচি পালন করা হয় ১৯ আগস্ট ২০১৫, বুধবার। জানা গেছে, বান্দরবানের সাতটি উপজেলায়ও বাজার বর্জন কর্মসূচিতে জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। কোন ক্রেতা-বিক্রেতা বাজারে যাতায়াত করেনি। এমনকি ঐদিন বিভিন্ন উপজেলার সাথে সড়ক যোগাযোগও প্রায় বন্ধ থাকে। কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার খবর পাওয়া যায়নি। বস্তুত বান্দরবানেও সর্বাত্মকভাবে বাজার বর্জন কর্মসূচি সফল হয়। তবে জানা গেছে, বান্দরবানেও একটি মহল বাজার বর্জন কর্মসূচিকে বানচাল করা চেষ্টা করে। তবে পার্টি ও সহযোগী সংগঠনের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ তৎপরতায় এবং পাহাড়ি-বাঙালি সাধারণ জনগণসহ ব্যবসায়ী ও নাগরিক সমাজের সহযোগিতায় বাজার বর্জন কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, ১৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে একটি বিশেষ মহলের প্ররোচনায় বান্দরবান পৌর বাজার সমিতি বাজার বর্জনের দিন দোকান খোলা রাখবে বলে বিবৃতি দেয়। ১৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখে জনসংহতি সমিতি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সদর উপজেলার বালাঘাটা বাজার এলাকায় জনসংযোগ ও বাজার বর্জনের প্রচারপত্র বিলি করে। জনসংযোগ ও প্রচারপত্র বিলির পরপরই গোয়েন্দা বিভাগের কতিপয় সদস্য বালাঘাটা বাজারের দোকানে দোকানে গিয়ে দোকানদারকে 'দোকান বন্ধ রাখতে পারবে না, খোলা রাখতে হবে' বলে নির্দেশ দেয়। কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে, বালাঘাটায় প্রায় দোকান বন্ধ রাখা হয় এবং কোন ক্রেতা সেখানে যাতায়াত করেনি। অপরদিকে বাজার বর্জনেরদিন বান্দরবান শহরেও প্রায় দোকান বন্ধ রাখা হয় এবং কাউকে কোনকিছু কিনতে যেতে দেখা যায়নি। তবে, বান্দরবান পৌর এলাকার ট্রাফিক মোড় ও আশেপাশের এলাকায় গুটিকয়েক দোকান খুলতে দেখা যায়, কিন্তু কোন কেনাবেচা হয়নি বলে জানা যায়।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশঃ

গত ৩০ জুন ২০১৫ রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রায় সকল উপজেলায় চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনসংহতি সমিতির সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় জেলা ও উপজেলা সদরে। এতে জনসংহতি সমিতির বিভিন্ন স্তরের সদস্য ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, যুব সমিতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতাকর্মীরাসহ এলাকার জনগণও স্বতস্ফূর্ত ও ব্যাপকভাবে যোগদান করেন।

রাঙ্গামাটি জেলা সদরে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি থানা কমিটির উদ্যোগে সকাল ১০:০০টায় বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে সকাল ১০:৩০ টায় ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। থানা কমিটির সভাপতি অরবিন্দু চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ত্রিজিনাদ চাকমা, সমিতির থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শান্তি মুকুল চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক ববি মারমা, মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোনাকী চাকমা, যুব সমিতির থানা কমিটির সভাপতি পহেল চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক অধিরাম চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ সরকারকে দ্রুত সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ঘোষণাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং রাঙ্গামাটিতে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনসহ চুক্তি বিরোধী বিভিন্ন উদ্যোগ বাতিল এবং নারীর উপর সহিংসতা বন্ধের দাবিসহ বিভিন্ন দাবি জানান। তা না করা হলে অচিরেই চুক্তি বিরোধী সকল কর্মকান্ড প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

অপরদিকে বান্দরবান জেলা সদরে সমিতির বান্দরবান থানা কমিটির উদ্যোগে বিকাল ৩:০০ টায় বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বান্দরবান প্রেসক্লাবের সামনে। সমিতির থানা কমিটির সভাপতি উচসিং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জলিমং মারমা, মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-

সভাপতি ওয়েইচিং প্রু মারমা, জনসংহতি সমিতির সদর থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পুশৈথোয়াই মারমা, ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক সুজয় চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উবাচিং মারমা প্রমুখ। সমাবেশে নেতৃবৃন্দঅবিলম্বে চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণসহ অচিরেই বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনপূর্বক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন পাশ, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণসহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি ও নানিয়ারচর বাদে অন্যান্য সকল উপজেলায় এবং বান্দরবান জেলার সকল উপজেলায় এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপির বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

গত ২৮ জুন ২০১৫ সকাল ১০টায় রাঙ্গামাটি শহরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম স্থগিতসহ জেলা পরিষদে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি বন্ধ ওশিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদানের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখা। সমাবেশে বক্তারা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়ে বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের নামে উন্নয়ন চাপিয়ে দিচ্ছে। বক্তারা অবিলম্বে পার্বত্য জেলা পরিষদেও শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি বন্ধ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম স্থগিত করার দাবি জানান।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি অন্তিক চাকমার সভাপতিত্বে রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনার কার্যালয়ের সামনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বাচ্চু চাকমা ও সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোনালিসা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক পাপুল বিকাশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি কলেজ শাখার সভাপতি আশিকা চাকমা।

বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষোভের মধ্য দিয়ে সারাদেশে আদিবাসী দিবস পালিত

আদিবাসীদের সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান

বরাবরের মতো এবারও আদিবাসী দিবসের বর্ণাঢ্য উৎসব আয়োজন রূপান্তরিত হলো ক্ষোভ প্রকাশের ক্ষেত্র হিসেবে। আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে এবং আদিবাসী জনগণের সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বানের মধ্য দিয়ে সারাদেশে বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন ও নাগরিক সমাজ কর্তৃক আদিবাসী দিবস পালিত হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ২০১৫ সালের আদিবাসী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় :Post 2015 Agenda : Ensuring indigenous peoples' health and well-being"-এর সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করেছে- "২০১৫-উত্তর এজেন্ডা ঃ আদিবাসী জাতিসমূহের জীবনধারা উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।"

উল্লেখ্য যে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) যখন গৃহিত হয়েছিল, তখন আদিবাসী জাতিসমূহের সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয়নি। এজন্য আদিবাসীরা উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে (ডেভেলপমেন্ট গোল'কে) পুনর্সংজ্ঞায়নের দাবি তুলেছিল। যেহেতু এমডিজিতে আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তাই ২০১৫-উত্তর এজেন্ডায় আদিবাসী জনগণও উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে চায়। জাতিসংঘের ২০১৫-উত্তর এজেন্ডা এবং স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজিতে) আদিবাসী জনগণ তাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার, ভূমি ও বনের উপর অধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ ও অঞ্চলের উপর অধিকারসহ সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে অধিকারের বিষয়গুলো তুলে ধরেছে।

আদিবাসী ফোরামের সংবাদ সম্মেলন: আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ৫ আগস্ট ২০১৫ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ঢাকাস্থ হোটেল সুন্দরবনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করেন ফোরামের সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন বাম রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট কলাম লেখক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর মেসবাহ কামাল, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহমদ খান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

সংবাদ সম্মেলনে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা দেশের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি পুনরায় জানিয়েছেন। একই সঙ্গে জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনে

পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। তিনি দেশের আদিবাসীদের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভালো নয়। আদিবাসীরা হত্যা-ধর্ষণসহ বিভিন্ন সামাজিক অনাচারের শিকার হচ্ছে। তারা কোনো বিচারও পাচ্ছে না। আদিবাসীদের ভূমি দখলের উৎসব চলছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার সরকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) আদিবাসীদের প্রেক্ষাপট নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে শ্রী লারমা বলেন, পরবর্তী ১৫ বছরের জন্য এই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হবে। এর লক্ষ্য হওয়ার কথা রয়েছে সার্বজনীন এবং "কাউকে পেছনে না রাখা"। ২০১৫-উত্তর এই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার খসড়ায় ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারিত হয়েছে। তিনি উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, পূর্বের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মতো এই স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সর্বশেষ খসড়ায়ও আদিবাসী জাতিসমূহের দৃশ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়নি। তারা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ হলেও তারা দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর ১৫ শতাংশ। তার অর্থ হচ্ছে ২০১৫-উত্তর উন্নয়নে বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে দরিদ্রতম "আদিবাসী জাতিসমূহকে পেছনে রেখে দেয়া হচ্ছে"।

শ্রী লারমা আরো বলেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই এমডিজির ৮টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৫টিতে যথাক্রমে- দারিদ্র বিমোচন, প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে লিঙ্গ-সমতা, শিশু মৃত্যু ও প্রসূতি মৃত্যু হ্রাস, টিকাদান ও সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি- ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু দেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সেই উন্নয়নের সুফল পৌঁছেনি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন এমডিজিতে আদিবাসী জাতিসমূহ অদৃশ্যমান থেকে গেছে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এমডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় দেশের আদিবাসীরা অদৃশ্যমান থেকে গেছে। দরিদ্রদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্রতম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য এমডিজি বাস্তবায়নে সরকার কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের নজরে আসেনি।

তিনি অভিযোগ করে আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৮ বছর অতিক্রান্ত হতে চলছে। এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নের কোনো কার্যকর উদ্যোগ সরকার নেয়নি। আদিবাসীদের সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান শ্রী লারমা। তাঁর এই আহ্বানে একাত্মতা জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, গবেষক ও কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম আদিবাসী জাতিসমূহের ১০ দফা দাবিনামা তুলে ধরেন।

ঢাকা: ৯ আগস্ট বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের উদ্যোগে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের মূল সমাবেশ ও র‍্যালী আয়োজন করা হয়। সকাল ১০ ঘটিকায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশ বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, অধ্যাপক সাদেকা হালিম, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস প্রমুখ। এ সময় জাতিসংঘ আবাসিক প্রতিনিধি রবার্ট ওয়াটকিনস ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত পিয়েরে মায়াদুনও বক্তব্য প্রদান করেন।

বরাবরের মতো এবারও আদিবাসী দিবসের বর্ণাঢ্য উৎসব আয়োজন রূপান্তরিত হলো ক্ষোভ প্রকাশের ক্ষেত্র হিসেবে। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, পাহাড় ও সমতল সর্বত্র আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নইলে আদিবাসীদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস নতুন আইন প্রণয়ন করছে বলে জানান। তিনি বলেন, দেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিকের অধিকার রক্ষায় সরকার আন্তরিক। আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও সরকারের

ভূমিকায় কোনো পার্থক্য নেই। প্রতিবছর আদিবাসীরাই কেবল আদিবাসী দিবস পালন করে। আগামী বছর থেকে সরকারি উদ্যোগে বাঙালি ও আদিবাসী একত্র হয়ে দিবসটি উদযাপন করবে।

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, নাগরিক হিসেবে আদিবাসীরাও সব রাষ্ট্রীয় সুযোগ লাভের অধিকার রাখে। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের লক্ষ্যে আদিবাসীরা ন্যায্য অধিকারের লক্ষ্যেই আন্দোলন করে আসছে। আদিবাসীদের দাবি আদায়ের সংগ্রামে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নেও কমিশন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে চায় বলে জানান।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে পাহাড় ও সমতল থেকে বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নারী-পুরুষ ঐতিহ্যবাহী সাজ-পোশাকে ভূষিত হয়ে জড়ো হন রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই শুরু হয় গণসঙ্গীতের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী, বাংলাদেশ আদিবাসী কালচারাল ফোরাম ও বিভিন্ন আদিবাসী সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশ শেষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করা হয়।

রাঙামাটি: ৯ আগস্ট সকাল ৯:৩০ ঘটিকা থেকে রাঙামাটি পৌরসভা কার্যালয় চত্বরে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ফোরামের পার্বত্য অঞ্চল শাখার সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে রাঙ্গামাটির সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার ও চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়। সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক বিজয় কেতন চাকমা, সনাকের রাঙ্গামাটি ইউনিটের সভাপতি চাঁদ রায়, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রীতা চাকমাসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দ। সমাবেশ পরিচালনা করেন ত্রিজিনাদ চাকমা ও মোনালিসা চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন, দেশের আদিবাসীরা আজ চরম বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। সরকার বাঘ দিবস পালন করতে পারে, কিন্তু আদিবাসী দিবস পালন করে না। সরকার আদিবাসীদেরকে পশু থেকে অধম মনে করে। তিনি বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে গড়িমসি করে চলেছে। অতি সম্প্রতি জানুয়ারিতে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের সিদ্ধান্ত হলেও সরকার এখনো জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেনি। সমঝোতা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও তা বাস্তবায়ন না করার মতো চরম প্রতারণা ও বেঈমানী আর থাকতে পারে না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। যেভাবে রক্তের বিনিময়ে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে সরকারকে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়েছে, সেভাবে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে দুর্বার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনি জুম্ম জনতা ও ছাত্র-যুব সমাজকে উদাত্ত আহ্বান জানান।

চাকমা সার্কেলের চীফ রাজা দেবাশীষ রায় বলেন, স্বকীয়তা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা ছাড়া উন্নয়নের স্থায়ীত্বশীলতা সম্ভব নয়। বড় দালানকোঠা ও রাস্তাঘাট দিয়ে উন্নয়ন চিন্তা করলে হবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশীদের আসা বন্ধ করে দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আদিবাসীদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

বিজয় কেতন চাকমা বলেন, সাহস ও দুর্বার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি আদায় করতে হবে।

স্বাগত বক্তব্য দেন আদিবাসী দিবস উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ইন্টুমণি চাকমা। সমাবেশ শেষে পৌরসভা প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করে বনরূপা হয়ে রাজবাড়ি সংলগ্ন শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

বান্দরবান: ৯ আগস্ট সকাল ১০ ঘটিকার সময় বান্দরবান পার্বত্য জেলা সদরে 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০১৫ উদযাপন কমিটি' এর উদ্যোগে বান্দরবান ঐতিহাসিক রাজার মাঠ হতে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার রাজার মাঠে এসে সমাপ্ত হয়। র‍্যালি পরবর্তী আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য উইন মং (জলিমং), সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কে এস মং, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও শিক্ষক ক্যশৈপ্রু খোকা, আরো বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০১৫ উদযাপন কমিটির আহবায়ক উছোমং মারমা, বান্দরবান সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান ওয়াইচিংপ্রু মারমা, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন বান্দরবান জেলা সভানেত্রী ডনাইপ্রু নেলী, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক উনিংহা হেডম্যান, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখার সদস্য দীনেন্দ্র ত্রিপুরা, স্রো

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর তরুণ লেখক য়াংঙান ম্রোসহ অনেক ব্যক্তিবর্গ। সমাবেশে সঞ্চালনা করেন আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০১৫ উদযাপন কমিটির সদস্য মেশৈপ্রু মারমা ও নিত্যলাল চাকমা।

সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য লয়েল ডেভিড হাওয়েং, বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরামের বান্দরবান জেলা সভাপতি ও ৪নং নোয়াপতং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শম্ভুকুমার তঞ্চঙ্গ্যা, সাবেক কাউন্সিলর ক্যসামং মারমা, আদি ও স্থায়ী বাঙালি নেতা সাদেক আলী মুন্সি, সমাজকর্মী লেলুং খুমী ও মংশৈম্রয় মারমা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির দেশ। বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও পাহাড় ও সমতল অঞ্চল মিলে ৫৪টির অধিক আদিবাসী জাতি স্মরণাতীত কাল হতে এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। এ অঞ্চলের ভূমিকে বাসযোগ্য ও চাষযোগ্য করার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের বিশেষ অবদান রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আগ্রাসন, আক্রমণ ও ভূমি বেদখলের কারণে কিংবা বিভিন্ন উন্নয়ন আগ্রাসনের কারণে আদিবাসীরা নিজেদের বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত হয়ে পড়ছে এবং তাদের জীবন-জীবিকা, ভাষা-সংস্কৃতি ও জাতীয় অস্তিত্ব গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। তাই আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অবিলম্বে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানান।

বক্তারা লামা, আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়িতে বিভিন্ন গ্রুপ ও কোম্পানির নামে আদিবাসীদের ভূমি অবৈধ বেদখল হচ্ছে উল্লেখ করে নামে-বেনামে আদিবাসীদের ভূমি বেদখল বন্ধ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়ন, অস্থায়ী সকল সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার, আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি ও পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৫ বাতিল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান। বান্দরবান জেলার অন্তর্গত নাইক্ষ্যংছড়ি, লামা, থানচি, আদিকদম ও রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরে এবং বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতি ইউনিয়নে ও আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত হয়।

খাগড়াছড়িঃ ৯ আগস্ট বেলা ১১টায় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপন কমিটির উদ্যোগে খাগড়াছড়ি সরকারি মহিলা কলেজ এলাকা থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়। মহাজনপাড়ার একটি কমিউনিটি সেন্টারে গিয়ে শোভাযাত্রা শেষ হয়। শোভাযাত্রা শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক রবিশংকর তালুকদার।

আলোচনা সভার শুরুতেই সভার অনুমতি নেই জানিয়ে পুলিশ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় আয়োজক কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পুলিশের বাকবিতন্ডা হয়। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সবুর আলী আয়োজক কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে ১৫ মিনিটের মধ্যে সভা শেষ করার নির্দেশ দেন। এরপর আয়োজকেরা মুঠোফোনে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সভার অনুমতি পান। সভাটি এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলে।

চট্টগ্রাম নগরঃ ৯ আগস্ট সকাল ১০ টায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের চট্টগ্রাম অঞ্চলের উদ্যোগে চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধী ট্রাইব্যুনাল এর পাবলিক প্রসিকিউটর এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড. মুজিবুল হক এবং প্রধান আলোচক ড. রাহমান নাসির উদ্দিন, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি শরৎ জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির চট্টগ্রামের সভাপতি এ্যাড. আবু হানিফ, ঐক্য-ন্যাপের চট্টগ্রামের যুগ্ম সম্পাদক পাহাড়ী ভট্টাচার্য, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নীলু নাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ফারুক হোসেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক মহিউদ্দিন ও বসুমিত্র চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সদস্য ফুল কুমার ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ভেলেন্টিনা ত্রিপুরা প্রমুখ। রানা দাশগুপ্ত বলেন, আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানে সরকার আন্তরিক নয় বলে আজকে বাংলাদেশের আদিবাসীরা পরিচয়হীন হয়ে রয়েছে। তারা এই দেশের নাগরিক হয়েও নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। দেশে আদিবাসীদের জাতিগত পরিচিতি সংবিধানে লিপিবদ্ধ না হওয়ায় তাদের জাতীয় অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করার আগে ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে এবং শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিজ দীপু মনি আমাদের কোন আবদার রাখেননি। তিনি আরো বলেন, আদিবাসীরা দিনে দিনে প্রান্তিক অবস্থানে চলে যাচ্ছে। অস্তিত্ব ঠিকিয়ে রাখতে হলে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মুজিবুল হক বলেন, আশির দশকে সরকারী উদ্যোগে সেটেলার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দিয়ে পাহাড়ের পরিবেশকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে সশস্ত্র সংঘাত হয়েছে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বের কারণে এই দেশের মানুষ গঙ্গার পানি চুক্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মত ঐতিহাসিক চুক্তি পেয়েছে। এই চুক্তি করার সময় অনেক বাঁধা ছিল কিন্তু সাহসের সাথে তিনি চুক্তি করেছেন এবং শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তাই করতে হবে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং আদিবাসীদের অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

আলোচনার প্রধান আলোচক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. রাহমান নাসিরউদ্দিন জাতিসংঘের প্রদত্ত এবারের এজেন্ডার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, আদিবাসীদের জীবনধারার উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

সমবেত আদিবাসীদের উদ্দেশ্যে নাসির বলেন, আইএলও কনভেনশন এবং জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রে আদিবাসীদের যে অধিকারের কথা রয়েছে তা যাতে রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হয় তার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে থাকতে হবে।

আলোচনা শেষে একটি র‍্যালি শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।

কক্সবাজারঃ ৯ আগস্ট সকাল ১০ ঘটিকায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কক্সবাজার আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামের সহ-সভাপতি থোইঅং (বুবু) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার কর্মী, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, আইন ও শালিস কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী মুহাম্মদ

আলী জিন্নাত, মানবাধিকার কর্মী এ্যাডভোকেট আব্দুল শুক্কুর, সিপিবির জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট নাসির উদ্দীন ও কক্সবাজার সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক নজিবুল ইসলাম নজীব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মংথেনহ্লা রাখাইন। মিসি ছিং মারমার উপস্থাপনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন আদিবাসী ফোরাম উখিয়া উপজেলা সাধারণ সম্পাদক অংফু থাইন চাকমা, টেকনাফ উপজেলার সভাপতি প্রভাত চাকমা আলো, আদিবাসী ছাত্র পরিষদ কক্সবাজার জেলার সভাপতি লাথোয় চিং রাখাইন, উখিয়া উপজেলার আদিবাসী ছাত্র পরিষদের সংগঠক হ্লাথু চাকমা, টেকনাফ উপজেলার ছাত্র নেতা রিপন চাকমা প্রমুখ।

এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল তাঁর প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার আদিবাসীদের অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারছে না। দেশের আদিবাসীরা নানা রকম নিপীড়ন নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আদিবাসীদের প্রতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে সংবেদনশীল হওয়ার আহবান জানিয়ে সুলতানা কামাল বলেন, কক্সবাজার জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। মন্ত্রী, সাংসদ ও ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরে অবস্থানকারীরা জোর করে অন্যের জমি দখল করে নিচ্ছে। তিনি দেশের আদিবাসীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল দেশ প্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, টেকনাফের হ্নীলায় বড় বৌদ্ধ বিহারের (সেনপ্রুক্যাং) জায়গায় জোর করে দখল করে রেখেছে টেকনাফ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক সাংসদ মোহাম্মদ

আলী ও তার পুত্র রাশেদ মোহাম্মদ আলী। উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের হরিখোলা গ্রামে স্থানীয় প্রভাবশালীরা আদিবাসীদের শ্মশানের জায়গা দখল করে নিয়েছে। প্রত্যেকটি আদিবাসী গ্রামে যারা পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করছে তাদের কারও কারও নামে ৮/৯টি মামলা করেছে বন বিভাগ। উখিয়া উপজেলার জালিয়া পালং ইউনিয়নের চেংছুড়ি গ্রামের আদিবাসীরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে প্রভাবশালী ভূমি দস্যুদের হুমকিতে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আদিবাসী ফেলা রাম চাকমার বাড়িতে অবস্থান করে তৎকালীন শাসকদের রোষানল থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি বক্তারা তুলে ধরেন। ১ জুন ভোর ৬টায় ভূমি দস্যুরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জোট বেধে আদিবাসীদের উপর হামলা করে আহত করে। পুলিশ প্রশাসন ভূমিদস্যু নুরুল হকের পুত্র আবুল কালাম প্রকাশ বেলায়েতকে ৪ জুন গ্রেফতার করলেও পরে ঘুষ নিয়ে রাতে উক্ত আসামীকে ছেড়ে দেয়। নারী ও শিশুদেরকে হামলা করে জখম করার পরও নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা পর্যন্ত করা হয়নি বলে বক্তারা দাবি করেন।

দিবসটি উপলক্ষে নারী পুরুষ, শিশুদের অংশগ্রহণে কক্সবাজার জেলা শহরে এদিন সকালে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করা হয়। র‍্যালীটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে কক্সবাজার পৌরসভা চত্বরে গিয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলায় যেমন- রাজশাহী, নওগাঁ, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, রংপুর, ঠাকুরগাও, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, সিলেট, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, সাভার ইত্যাদি জেলা ও স্থানে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত হয়।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

রাজস্থলীতে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী এক পাংখোয়া শিশুকে শ্লীলতাহানি, শিক্ষক গ্রেফতার

গত ১৩ জুন ২০১৫ রাঙ্গামাটির রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী এক পাংখোয়া শিশুকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে শিক্ষক কেশব দত্তকে (৪০) গ্রেফতার করা হয়েছে।

জানা যায়, ওই শিক্ষক বহুদিন ধরে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের যৌন নিপীড়ন চালিয়ে আসছিল। জানা গেছে শিক্ষক কেশব দত্তের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বহুবার বিদ্যালয়ের প্রধান মো: দুলাল সরকারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার পায়নি। এসব ঘটনা কাউকে জানালে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ারও হুমকি দিতো ওই শিক্ষক কর্তৃক যৌন নিপীড়নের শিকার ছাত্রীদের।

শিক্ষক কেশব দত্ত ৬ষ্ঠ শ্রেণির ওই ছাত্রীকে ২-৪ দিন ধরে শ্লীলতাহানি ও কু-প্রস্তাব দিলে সে বিষয়টি সহপাঠীদের জানায়। পরে ঘটনাটি জানা জানি হলে ভিকটিমের পরিবারের পক্ষ থেকে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে গত ১৪ জুন ২০১৫ চন্দ্রঘোনা থানায় মামলা করা হলে শিক্ষক কেশব দত্তকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

মানিকছড়িতে সেটেলার কর্তৃক এক মারমা নারীকে হত্যার চেষ্টা

গত ২৪ জুলাই ২০১৫ রাত সাড়ে আটটার সময় খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার তুলাবিল গ্রামে সেটেলার বাঙালিরা একজন মারমা নারীকে হত্যার চেষ্টা করে।

জানা যায়, ঘটনার সময় বাড়ির পার্শ্ববর্তী একই গ্রামের সেটেলার মো: শহীদ আলীর ছেলে মো: আজাদ (২৬) তার ৪/৫ জন সঙ্গী নিয়ে কোন কথাবার্তা ছাড়াই মৃত মংসাজাই মারমার স্ত্রী পাইনি মারমাকে (৪৫) তার নিজ বাড়িতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করার পর মৃত ভেবে পালিয়ে যায়।

পরে পাইনি মারমার স্বামী মৃত মংসাজাই মারমার ভাগিনা উগ্য মারমা (১২) বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার মামীকে ডাকে এবং ভাত খেয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করে। কোন ছাড়া শব্দ না পাওয়ায় ঘরের ভিতরে ঢুকে তার মামীকে আহত ও অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পায়। গ্রামবাসীরা এসে পাইনি মারমাকে মানিকছড়ি উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করার পর জ্ঞান ফিরে আসে। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এ ঘটনায় পাইনি মারমার মেয়ে ওয়াপ্রু মারমা বাদী হয়ে মানিকছড়ি থানায় মামলা দায়ের করেছে।

গুইমারায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ত্রিপুরা কিশোরী গণধর্ষণের শিকার

গত ২৭ জুলাই ২০১৫ সকাল আটটায় খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার গুইমারা থানার প্রজাটিলা গ্রামে ১৬ বছরের এক ত্রিপুরা কিশোরী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক অপহরণের পর গণধর্ষণের শিকার হয়েছে।

জানা যায়, ঘটনার সময় গৃহকর্মী ওই কিশোরী সকাল সাড়ে সাতটায় গৃহকর্তা কল্যাণ বিকাশ ত্রিপুরার বাড়ির পাশে কলাবাগানে কলার কাদি কেটে আনতে গেলে সেখানে আগে থেকে ওঁৎপেতে থাকা চারজন সেটেলার বাঙালি পেছন হতে হঠাৎ হাত-মুখ চেপে ধরে ওড়না ছিড়ে বেঁধে অপহরণ করে নিয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে আটকে রাখে। সন্ধ্যার দিকে অপহরণকারী সেটেলার বাঙালিরা কুমেন্দ্র ত্রিপুরার সেগুন বাগানের পরিত্যক্ত টিনসেড ঘরে নিয়ে সারারাত জোরপূর্বক পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এদিকে ওই কিশোরীকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে ২৮ জুলাই গৃহকর্তার স্ত্রী গুইমারা থানায় সাধারণ ডায়েরী (ডায়েরী নং- ১১৯০) করেন।

পরদিন (২৮ জুলাই ২০১৫) সন্ধ্যা সাতটায় ধর্ষক সেটেলার বাঙালিরা ওই কিশোরীকে হাত-পা বাঁধা মুমূর্ষ অবস্থায় কল্যাণ বিকাশ ত্রিপুরার টিউবওয়েলের কাছে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে গ্রামবাসী ও গৃহকর্তার স্ত্রী ওই কিশোরীকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারের পর চিকিৎসার জন্য খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় ধর্ষিতার মা বাদী হয়ে গুইমারা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৭/৯(৩) ধারায় অপহরণ ও গণধর্ষণের অপরাধে গত ২৯ জুলাই ২০১৫ মামলা দায়ের করে। পরে ধর্ষিত ওই কিশোরীর অভিযোগ মতে ২৯ জুলাই ভোর রাতে গুইমারার মুসলিমপাড়া থেকে সিরাজুল ইসলামের ছেলে ধর্ষক মো: আব্দুল মজিদকে (২৮) পুলিশ গ্রেফতার করে। প্রাথমিক জিঙ্গাসাবাদে গ্রেফতারকৃত মো: আব্দুল মজিদ ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছে বলে জানা গেছে।

বালাঘাটায় একজন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক আদিবাসী তঞ্চঙ্গ্যা কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ১৩ আগস্ট ২০১৫ বান্দরবান পৌরএলাকার বালাঘাটার মিনঝিড়ি পাড়ায় আমানউল্লাহ নামে এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ১৪ বছরের এক আদিবাসী তঞ্চঙ্গ্যা কিশোরী ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়। ঐ কিশোরী বান্দরবান সদরের টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের একজন ছাত্রী। জানা যায় যে, সেদিন ঐ কিশোরী বিদ্যালয় শেষে বাড়ি ফেরার পথে মুসলিম পাড়ার উক্ত এক নির্জন এলাকায় পৌঁছলে মেয়েটিকে একা পেয়ে উক্ত আমানউল্লাহ তাকে জাপটে ধরে এবং জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে। কিশোরীর আর্ত চিৎকারে আশে পাশের লোকজন এগিয়ে আসলে আমানউল্লাহ পালিয়ে যায়।

লামা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়ে এক আদিবাসী ত্রিপুরা কিশোরী গণধর্ষণের শিকার

গত ১৭ আগস্ট ২০১৫ শারীরিক অসুস্থ হওয়ার কারণে চিকিৎসার জন্য ১৬ বছরের এক ত্রিপুরা কিশোরী লামা হাসপাতালে ভর্তি হয়। উক্ত ভিকটিম লামা গজালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০ম শ্রেণির ছাত্রী। তখন তার বেডের পাশে চিকিৎসা নিতে আসা সেলিম (২৮) এর তার উপর কুনজর পড়ে এবং পরদিন সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ চলে গেলে হাসপাতালের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এরপর বিষয়টি হাসপাতালে জানাতে আসলে আবার হাসপাতালের স্টাফ নুর মোহাম্মদ (৩৮) ও শাহ আলম (৪০) চিকিৎসা করার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে অফিস সহকারীদের ডিউটি বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে রাতভর ধর্ষণ করে। মেয়েটিকে মুমূর্ষ অবস্থায় পরে বান্দরবান সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উইলিয়াম ত্রিপুরা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ৭/৯(৩) ধারার অধীনে লামা থানায় এক মামলা দায়ের করেন। ধর্ষণকারীদের মধ্যে হাসপাতালের স্টাফ নুর মোহাম্মদকে পুলিশ গ্রেফতার করে। অন্য দু'জনকে পুলিশ এখনো গ্রেফতার করেনি।

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

আলিকদম-থানচি সড়কে কথিত 'ডিমপাহাড়' এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের ফলে উচ্ছেদ আতঙ্কে জুম্মরা

আলিকদম-থানচি সড়কে কথিত 'ডিমপাহাড়' এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত রয়েছে বলে জানা গেছে। মারমা ভাষায় 'ক্রাউডং' ও চাকমা ভাষায় 'রংরাং' পাহাড়ের উপর দিয়ে অতি সম্প্রতি সেনাবাহিনী আলিকদম-থানচি আন্ত:উপজেলা সড়ক নির্মাণ শেষ করেছে। প্রধানমন্ত্রী গত ১৪ জুলাই ২০১৫ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ সড়কটি উদ্বোধন করেন। বর্তমানে সেনাবাহিনী আলিকদম-থানচি সড়কের ডিম পাহাড়ের প্রায় ৬/৭ কিলোমিটার ব্যাপী (আলিকদম দিক থেকে আনুমানিক ১৯ কিমি হতে ২৬ কিমি পর্যন্ত) এলাকায় 'সংরক্ষিত প্রশিক্ষণ এলাকা' সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে। মারমা ভাষায় 'ক্রাউ' শব্দের অর্থ ডিম আর 'ডং' শব্দের অর্থ পাহাড়। 'ক্রাউডং'কে বাংলা অনুবাদ করে সেনাবাহিনী এ পাহাড়কে 'ডিম পাহাড়' নামে বাংলাকরণ করেছে। আলিকদম উপজেলার সাঙ্গু মৌজা ও তৈনফা মৌজা এবং থানচি উপজেলার নাইক্ষ্যং মৌজার সর্বসার্কুলে ৫০০ একর জায়গা এই পর্যটন পরিকল্পনার আওতায় নেয়া হতে পারে বলে জানা গেছে। এই এলাকায় খ্রো জনগোষ্ঠীর ১২টি গ্রামের ২০২ পরিবার এই পর্যটন প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জানা গেছে, বান্দরবান জেলার আলিকদম-থানচি মধ্যবর্তী পাহাড়ি এলাকায় ১৫০টি পরিবারের অন্তত: ৫০০ জন পাহাড়ি লোক নিরাপত্তার অভাবে মায়ানমারে দেশান্তরিত হয়েছে। এই এলাকায় বহিরাগত মুসলিম পরিবার ও মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসন করার আশঙ্কা রয়েছে বলে স্থানীয়ভাবে জানা যায়।

এই রাস্তা নির্মাণ করতে গিয়ে ইতিমধ্যে রাস্তার দু'পাশে অবস্থিত বেশ কয়েকটি জুম্ম গ্রামের পানির একমাত্র উৎস ছড়াগুলো হতে পাথর উত্তোলন করা হয়েছে। এর ফলে জুম্ম গ্রামবাসীরা পানীয় জলের সমস্যার মুখোমুখী হচ্ছে। পাথর উত্তোলনের ফলে পরিবেশেরও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। জুম্মরা তাদের চিরায়ত গ্রাম ও বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়েছে। বহিরাগত বাঙালি শ্রমিকরা পাথর উত্তোলন কালে স্থানীয় জুম্ম নারীদের সম্ভ্রম হানিসহ জুম্মদের উপর সহিংস আক্রমণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পুনর্বাসন না করে আশ্রায়ণ প্রকল্পের আওতায় জুম্মদের জন্য গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা

১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমিতে পুনর্বাসনের বিধান করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গা-জমিতে পুনর্বাসন করা হয়নি। প্রত্যাগত ১২,২২২ জুম্ম শরণার্থী পরিবারের মধ্যে ৯,৭৮০ পরিবার তাদের জায়গা-জমিতে পুনর্বাসিত হতে পারেনি।

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক তাদেরকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ না নিয়ে সারা দেশের বাস্তবায়নাধীন 'আশ্রায়ণ-২ প্রকল্প'-এর আওতায় জুম্মদের জন্য আবাসন ব্যবস্থার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে ৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের আশ্রায়ণ প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এর স্বাক্ষরিত এক পত্রে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি) জেলাসমূহে পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ডিজাইনের আশ্রায়ণ প্রকল্পের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য' অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, 'অনুমোদিত ডিপিপিতে পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ডিজাইনের ৫৮০টি গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলা হতে ৩৯টি বিশেষ ডিজাইনের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ ডিজাইনের ৩৮টি ঘর নির্মাণ করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এখনও ৫৪২টি বিশেষ ডিজাইনের ঘর করার সুযোগ আছে।'

জুম্মদের জন্য বিশেষ ডিজাইনের বাড়ি হলেও স্ব স্ব জায়গা-জমিতে পুনর্বাসনের পরিবর্তে অন্য জায়গায় বসতি প্রদানের ফলে জুম্মদের জীবন জীবিকাকে ব্যাহত করা হবে বলে অনেকে মনে করেন। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিচিহ্নিতকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের মতো আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের এককালীন অনুদান, ঘরবাড়ী নির্মাণ, রেশন প্রদান, তাদের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি বা বাস্তুভিটাসহ জমিজমা ফেরৎ প্রদান, কৃষি ঋণ মওকুফ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, পূর্বতন চাকরিতে পুনর্বহাল করা, মামলা প্রত্যাহার ইত্যাদি সুবিধাদি প্রদানের প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু সরকার চুক্তি মোতাবেক

আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনসহ ঘরবাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা না করে সারাদেশে বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে সরকারের নীল-নকশা মোতাবেক আবাসন ব্যবস্থা করছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জুম্মদের জীবন-জীবিকার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

কাপ্তাই উপজেলায় বন বিভাগের কর্মীদের গুলিতে নিহত এক ও আহত এক

গত ৮ জুলাই ২০১৫ ইং রোজ বুধবার সকাল ৯.৫০ ঘটিকার সময় রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার আরাছড়ির ঘুত্ত্যাবন এলাকায় বন বিভাগের কর্মীদের গুলিতে আরাছড়ি গ্রামবাসী রাজ কুমার চাকমা (৩২) পিতা- কৃষ্ণমনি চাকমা ঘটনাস্থলে নিহত হয় এবং তার সঙ্গী মংথুই ওরফে প্লু মারমা (৩৫) পিতা- মৃত থুইঅংপ্রু মারমা, গ্রাম- সাইল্যা পাড়া, আহত হয় বলে জানা যায়। এ ঘটনার কোন মামলা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, আহত ও নিহত দুই ব্যক্তির নামে সংশ্লিষ্ট থানায় ৫/৬টি করে মামলা রয়েছে বলে এ ঘটনায় কোন মামলা করা হয়নি। ফলে গ্রামের মুরুব্বীদের উদ্যোগে বন বিভাগের কর্মীদের নিকট হতে নিহত ব্যক্তির পক্ষে ২ লক্ষ টাকার এবং আহত ব্যক্তির পক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করে আপোষ করে দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়। নিহত ব্যক্তির ২ লক্ষ টাকার মধ্যে ১ লক্ষ টাকা এখনও পাওয়া যায়নি বলেও জানানো হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সেদিন সকালে রাজ কুমার চাকমা ও মংথুই মারমা লাকড়ী সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে যায়। একই সময়ে কাপ্তাই বন বিভাগের বিট অফিসার নির্মল কুমার কুন্ডু এর নেতৃত্বে ৭ জন বন বিভাগের প্রহরী সশস্ত্রভাবে এই দিকে চলে যায়। এক জায়গায় বন বিভাগের প্রহরীরা রাজ কুমার চাকমা ও মংথুই মারমাকে দেখতে পেলে তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। উক্ত গুলিতে ঘটনাস্থলে রাজ কুমার চাকমা নিহত হয় এবং মংথুই মারমা আহত হয়।

বিলাইছড়িতে বড়থলী সেনা ক্যাম্পের কম্যান্ডার কর্তৃক জনসংহতি সমিতির ৮ জন সদস্যকে আটক ও মারধর

২৯ বেঙ্গল রেজিমেন্টের রুমা সেনা জোনের নিয়ন্ত্রণাধীন বড়থলী ক্যাম্পের সুবেদার খয়রুজ্জামান-এর নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা শাখার সহ সভাপতি চন্দ্রলাল চাকমা (রাহুল) সহ ৮ জনকে আটক করেন এবং বেদম মারধর করে আহত করেন। এমনকি জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি ও বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শুভমঙ্গল চাকমাকেও বড়থলি গ্রামে ঢুকতে বাধা দিয়ে সেখান থেকে তাঁকে ফিরে আসতে বাধ্য করেন।

জানা যায় যে, গত ১৪ আগস্ট ২০১৫ আনুমানিক সন্ধ্যা ৬:০০ টার দিকে ২৯ বেঙ্গল রেজিমেন্টের রুমা সেনা জোনের নিয়ন্ত্রণাধীন বড়থলী ক্যাম্পের সুবেদার খয়রুজ্জামান-এর নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার বড়থলী ইউনিয়নের বড়থলী এলাকা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম

জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা শাখার সহ সভাপতি চন্দ্রলাল চাকমা (রাহুল) সহ ৮ জন ব্যক্তিকে আটক করে। সেদিন ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ সারারাত তাদেরকে বড়থলী ক্যাম্পে আটকে রাখে। উল্লেখ্য যে, ১৪ আগস্ট তারিখে গ্রেফতারকৃত চন্দ্রলাল চাকমা (রাহুল) সহ উল্লেখিত ব্যক্তিগণ তৎসময়ে বড়থলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আতো মং মারমা এবং ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বার পদপ্রার্থী বীরবাহু ত্রিপুরার অনুরোধে নির্বাচনী প্রচারকার্যে মেম্বার পদপ্রার্থী বীরবাহু ত্রিপুরার সাথে বড়থলী গ্রামে যাচ্ছিলেন। এ সময় তারা বড়থলী সেনা ক্যাম্পের সামনে পৌঁছলে সেনা সদস্যরা কোন কারণ ছাড়াই তাদেরকে আটক করে। পরদিন ১৫ আগস্ট তারিখে আটককৃতদের বিলাইছড়ি থানায় হস্তান্তর না করে বান্দরবান জেলার রুমা থানায় সোপর্দ করে। সেনা কর্তৃপক্ষ ও রুমা থানায় যোগাযোগ করার পর ১৬ আগস্ট চন্দ্র লাল চাকমাসহ ৮ ব্যক্তিকে সেদিন বিকেলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এরপর ১ জন বাদে চন্দ্র লাল চাকমাসহ ৭ জন ব্যক্তি গত ১৭ আগস্ট তারিখে বড়থলী ইউপি চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আতুমং মারমাসহ নিজ উপজেলা বিলাইছড়ি ফিরছিলেন। বিলাইছড়ি ফেরার পথে একই তারিখে বড়তলী সেনাক্যাম্পের সুবেদার খয়রুজ্জামান আবার উক্ত ৭ জন ব্যক্তিকে আটক করে। এসময় চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আতু মং মারমা আটককৃতদের তার নির্বাচনী কর্মী বলে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করলে সুবেদার তাকে ধমক দিয়ে ক্যাম্প থেকে বের করে দেয়। এরপর গত ১৮ আগস্ট ২০১৫ সুবেদার খয়রুজ্জামানের নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা সকালের দিকে আটককৃত ৭ জনকে নিয়ে রুমার দিকে রওনা দেয়, এসময় পথিমধ্যে আটককৃত ৭ জনকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে এবং এতে ৪ জন গুরুতর আহত হয়। এদিন বিকাল আনুমানিক ৫:০০ টা নাগাদ সুবেদার খয়রুজ্জামানের নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা আটককৃত ৭ জনকে রুমা থানায় সোপর্দ করে। কিন্তু আটককৃতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন মামলা না থাকায় থানা কর্তৃপক্ষ কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের ছেড়ে দেয়। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে পরে জ্যোতি চাকমা (২নং বিলাইছড়ি ইউপি মেম্বার) ও উত্তম চাকমা (পিসিপির বিলাইছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক) গুরুতর আহত অবস্থায় বান্দরবান সদর হাসপাতালে ভর্তি হন।

অপরদিকে রাঙ্গামাটি জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার সাথে কথা বলে বিলাইছড়ি উপজেলাধীন নবসৃষ্ট বড়থলী ইউনিয়নের নির্বাচনসহ ইউনিয়নের সার্বিক অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শুভমঙ্গল চাকমা ২২ আগস্ট ২০১৫ বড়থলি ইউনিয়নে রওয়ান দেন। সেদিন সন্ধ্যার দিকে তিনি বড়থলী এলাকায় পৌঁছলে এবং বড়থলী গ্রামে ঢুকার প্রাক্কালে বড়থলী সেনা ক্যাম্পের কম্যান্ডার সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আশিক ও সুবেদার খয়রুজ্জামান তাঁকে আটকান এবং বড়থলী গ্রামে ঢুকতে বাধা দেন। এক পর্যায়ে বড়থলী ইউনিয়নের এলাকা থেকে চলে আসতে তারা তাঁকে বাধ্য করেন। এমনকি বড়থলী গ্রামের কার্বারীর বাড়িতে সেদিন রাত যাপন করতে চাইলে তাতেও তারা তাঁকে বাধা প্রদান করেন। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে রাতের অন্ধকারে অনেক দূর হেঁটে পলি প্রাংসা গ্রামে গিয়ে রাত যাপন করতে হয়েছে।

জুরাছড়ি ও বরকল সীমান্তে সেনা অভিযান

রাঙ্গামাটি জেলায় জুরাছড়ি ও বরকল উপজেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জুরাছড়ি সেনা জোন কর্তৃক সময়ে সময়ে অপারেশন পরিচালনা হচ্ছে বলে জানা যায়। তারই অংশ হিসেবে গত ২৬ অগাস্ট ২০১৫ বেলা ৩ টার দিকে জুরাছড়ি ও বরকল উপজেলার সীমান্তবর্তী চেগিয়াছড়ি ও বেতছড়ি এলাকায় মেজর তানভির নেতৃত্বে ১১ বেঙ্গলের জুরাছড়ি জোন কর্তৃক একদল সেনা অভিযান পরিচালনা করে। মুখোশ পড়া এক জুম্ম যুবককে সেনাবাহিনীর সাথে দেখা যায় বলে স্থানীয় অধিবাসীরা জানান।

আলীকদমে এক সেনাক্যাম্প কমান্ডার কর্তৃক চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন বন্ধ করার হুমকি

গত ৩১ আগস্ট ২০১৫ সকাল আনুমানিক ১০:০০ টায় বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন আলীকদম উপজেলার আলীকদম সেনা জোনের জানালী পাড়া সেনাক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার আবদুল মালেক স্থানীয় জনসংহতি সমিতির তিন কর্মীকে ডেকে আলীকদমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের যে কোন আন্দোলন বন্ধের নির্দেশ প্রদান করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঐদিন জানালী পাড়া ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার আবদুল মালেক উক্ত তিন গ্রামবাসী যথাক্রমে- (১) ভেগেরা কার্বারী (৪৭), গ্রাম-জানালী চাকমা পাড়া (সদস্য, জনসংহতি সমিতির আলীকদম ইউনিয়ন শাখা), (২) পাচ্য ম্রো (৪০), গ্রাম-জানালী ম্রো পাড়া (সদস্য, ঐ) ও (৩) দয়া মোহন চাকমা (৪২), গ্রাম-জানালী চাকমা পাড়া (সদস্য, জনসংহতি সমিতির আলীকদম থানা শাখা)-কে ডেকে পাঠালে তারা ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হয়। উক্ত গ্রামবাসীরা যখন ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার আবদুল মালেকের সাথে দেখা করেন, তখন ক্যাম্প কমান্ডার গ্রামবাসীদের বলেন যে, 'আলীকদমে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি করা যাবে না'। ক্যাম্প কমান্ডার আরও বলেন, 'এটা উপরের নির্দেশ। এবং তোমরা যদি মিছিল, সমাবেশ করতে চাও তাহলে রাঙ্গামাটি যাও। এখানে করতে পারবে না।'

রাঙ্গামাটি সদরের রাজমনি পাড়া সেনা ক্যাম্পের হয়রানি

রাঙ্গামাটি জেলার রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বালুখালি ইউনিয়নের রাজমনি পাড়া সেনা ক্যাম্পের কম্যান্ডার সুবেদার মোহাম্মদ ফারুকের নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা (১১ বেঙ্গল) যাত্রীবাহী ও মালবাহী কান্ট্রি বোটগুলোকে ক্যাম্পের ঘাটে ভিড়াতে বাধ্য করে। নিরাপত্তা তল্লাসীর নামে সেনা সদস্যরা এসব কান্ট্রি বোটগুলো দীর্ঘ সময় ধরে ঘাটে আটকে রাখে এবং গাছ-বাঁশ বোঝাই কান্ট্রি বোট থেকে স্বল্প মূল্যে বা বিনামূল্যে ইচ্ছা-মাফিক গাছ-বাঁশ তুলে রাখে বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৯ পৃষ্ঠার পর

যায় যে, ভুক্তভোগীরা দুর্গম সাঙ্গু সংরক্ষিত বন এবং জেলার আলিকদম উপজেলায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। গাজী গ্রুপের ব্যবসা সংশ্লিষ্ট গাজী রাবার প্লান্টেশন এই ভূমি জবরদখল করে চলছে।

জুম্ম গ্রামবাসীরা দাবি করেন, ভূমিদুস্যুদের হুমকি ও চাপের মুখে তারা যখন নতি স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানায় তখন ভূমি দুস্যুরা ভাড়া করা মাস্তান দিয়ে তাদের জুম ভূমি ও জুম ঘর ধ্বংস করে দেয়। অভিযোগ করা হয়, উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় গাজী রাবার প্লান্টেশন লামা উপজেলায় অবৈধভাবে ৭০০ একর জায়গা ক্রয় করে বলে দাবি করে। তারা উপজেলায় ২০০০ একরের বেশি আদিবাসীদের জায়গা বেদখল করে।

গত ২৯ মে ২০১৫ আদিবাসীরা যখন ভূমি বেদখলের প্রতিবাদ করে তখন স্থানীয় ও গাজী রাবার প্লান্টেশনের শ্রমিকরা জুম্মদের উপর হামলা করে। ঘটনার পরবর্তীতে কোম্পানী একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং তারই প্রেক্ষিতে ৩০ মে ২০১৫ লামাউপজেলার রূপসি ইউনিয়নের রূপসি পুরাতন পাড়ার কার্বারী (গ্রাম প্রধান) কই হ্লা চিং মারমাকে আটক করা হয়।

জুম চাষ ও বনজ সম্পদের উপর প্রধানত জুম্মদের জীবিকা নির্ভরশীল। গ্রামবাসীরা ১২ মে ২০১৫ উপজেলা প্রশাসনের নিকট ভূমিদুস্যুদের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করে। এর আগেও তারা বান্দরবান জেলা প্রশাসকের নিকট অনেকবার শ্মরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের যোগসাজসে জুম্মদের হাজার হাজার একর জায়গা বান্দরবান জেলায় প্রধানত লামা, নাইক্ষ্যংছড়ি এবং আলিকদম উপজেলায় প্রভাবশালী ব্যক্তি মালিকানাধীন রাবার বাগান মালিক ও উদ্যানচাষী দ্বারা বেদখল হয়েছে।

সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল

কাউখালী ও রাঙ্গুনীয়া সীমান্ত এলাকায় জুম্মদের ভূমি জবরদখল এবং স্বভূমি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র

রাঙ্গামাটির কাউখালী উপজেলাধীন কলমপতি ইউনিয়নের পোয়াপাড়া, ছোটডলু এলাকা ও সীমান্তবর্তী চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়া উপজেলার রাজানগর ইউনিয়নের জঙ্গল বগাবিলি এলাকার আদিবাসী জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদলীয় ভূমি বেদখল ও বাস্তুভিটা থেকে বহিরাগত বাঙালিদের কর্তৃক উচ্ছেদ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

গত ৪ মে ২০১৫ এলাকাবাসী জবরদখলকৃত জমি ফেরত পাওয়ার আবেদন জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবরে ওই এলাকার দুই বাঙালিসহ ৭২ জন জুম্ম নারী-পুরুষ স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি দিয়েছে।

জানা গেছে, জুম্ম গ্রামবাসীরা কয়েকশ বছর ধরে সে এলাকায় বংশপরম্পরায় বসবাস করে আসছে। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়া উপজেলাধীন রাজানগর ইউনিয়নের জঙ্গল বগাবিলি এলাকায় তাদের মালিকানাধীন ১৫-২০ একর রেকর্ডীয় ধান্যজমি ও আনুমানিক ২৫-৩০ একর ভোগদখলীয় পাহাড় জমি রয়েছে। সেখানে ব্রিটিশ আমলে জুম্মদের সৃজিত বিভিন্ন ধরনের ফলজ-বনজ বাগান-বাগিচা রয়েছে এবং তারা ভোগদখল করে আসছে। গত ২৫ এপ্রিল ২০১৫ কোন কথাবার্তা ছাড়াই পাশ্ববর্তী বাঙালি বসতির একদল বাঙালি শত বছরের পুরনো জুম্মদের বাগানের গাছ উজাড় করে কেটে নিয়ে যায় এবং পাহাড় ভূমির জঙ্গল কেটে ফেলে ঐ পাহাড় ও তৎসংলগ্ন রেকর্ডীয় জমি সীমানা খুঁটি দিয়ে ঘিরে জোরপূর্বক দখল করে।

জবরদখলকারী চিহ্নিত বাঙালিরা হল– ১নং রাজানগর ইউনিয়নের বাসিন্দা (১) মোঃ জামাল উদ্দিন (জাহাঙ্গীর), পিতা: মৃত কবির আহমদ চেয়ারম্যান; (২) মোঃ রাসেল, পিতা: ঐ; (৩) মোঃ সৈয়দ, পিতা: মৃত ইদ্রিস মিয়া; (৪) মোঃ আমজাদ, পিতা: মৃত মজিবুল হক; (৫) মোঃ লিটন, পিতা: মোঃ ইব্রাহিম; (৬) মোঃ কাশেম, পিতা: আবু উল্লাহ; (৭) মোঃ মাহ আলম, পিতা: ছৈয়দ আহমদ; ও (৮) মোঃ ফারুক, পিতা: ছৈয়দ আহমদ।

আদিবাসী জুম্মদের ভূমি জবরদখলে বনবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও যোগসাজস রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় কিছু ভূমিদস্যু ও বনবিভাগের কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজসে বনবিভাগের ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের নামে জুম্মদের ধান্যজমি ও পাহাড় ভূমি জবরদখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। গত ২৯ মার্চ ২০১৩ চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের নামে দীর্ঘ মেয়াদী বাগান সৃজন কর্মসূচীর আওতায় জঙ্গল বগাবিলি এলাকায় ৩০.০ হেক্টর ভূমিতে দীর্ঘ মেয়াদী বাগান সৃজনের লক্ষে চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ ও ৫টি গ্রুপে ৭৫ জন ব্যক্তির মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য, জুম্মদের ভূমি দখলকারীদের অধিকাংশই ঐ চুক্তিনামার অন্যতম স্বাক্ষরকারী।

নাইক্ষ্যংছড়িতে স্বার্থান্বেষীদের ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে নিজেদের শত বছরের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের মুখে ত্রিপুরা গ্রামবাসী

ভূমি-আগ্রাসী জনৈক বহিরাগত এক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও স্বার্থান্বেষী এক পাহাড়ি হেডম্যানের যোগসাজসে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন ২নং বাইশারী ইউনিয়নের ২৮১নং কোয়াইংঝিড়ি মৌজার সিনাই পাড়ার ত্রিপুরা অধিবাসীরা বর্তমানে তাদের শত বছরের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের মুখে রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, সম্প্রতি আলফা চৌধুরী নামে ভূমি-লোভী বহিরাগত এক ব্যক্তি হেডম্যান মংথোয়াইহ্লা মারমার কাছ থেকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে উক্ত সিনাই পাড়ার ত্রিপুরা অধিবাসীদের অজ্ঞাতে সিনাইপাড়াসহ ৫০ একর জায়গা ক্রয়ের নামে বেদখল করার ষড়যন্ত্র করে। গত ২৩ মে ২০১৫ সিনাই ত্রিপুরা পাড়ার অধিবাসীদের পক্ষে কার্বারী তেচন্দ্র ত্রিপুরা কার্বারীসহ অন্যান্য গ্রামবাসী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের বরাবরে পেশকৃত আবেদনপত্রে উক্ত অভিযোগ আনা হয় এবং উক্ত বিক্রিত জায়গা ফেরত পাওয়ার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়।

জানা গেছে, ২৮১নং কোয়াইংঝিড়ি মৌজার হেডম্যান ফতৈই ম্রোর মৃত্যুতে নতুন হেডম্যান নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত মৌজার দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য পার্শ্ববর্তী ২৮০নং আলেক্ষ্যং মৌজার হেডম্যান মংথোয়াইহ্লা মার্মাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু এই বাড়তি দায়িত্বের সুযোগে হেডম্যান মংথোয়াইহ্লা মার্মা সিনাই পাড়ার ত্রিপুরা অধিবাসীদের অজ্ঞাতে সিনাইপাড়াসহ ৫০ একর জায়গা আলফা চৌধুরী নামে ভূমি-লোভী বহিরাগত এক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দেয়। ফলে ২৮১নং কোয়াইংঝিড়ি মৌজার পাহাড়ি অধ্যুষিত শত বছরের সিনাই ত্রিপুরা পাড়ার অধিবাসীরা উচ্ছেদের মুখে পড়েছে।

লামায় জুম্মদের ১০০ পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে রয়েছে, মিথ্যা মামলায় একজন কার্বারীকে গ্রেপ্তার

বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় পাঁচ জুম্ম গ্রামে ১০০ পরিবার ভূমিদুস্যুদের রাবার বাগান স্থাপনের নামে তাদের প্রতিনিয়ত হুমকি প্রদানের ফলে তারা তাদের চিরায়ত বসতভিটা ও ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার আতঙ্কে বসবাস করছে। পাঁচটি গ্রামের মধ্যে রূপসী পুরাতন মারমা পাড়ায় ৩০ পরিবার, চিং কুং ম্রো পাড়ায় ৩০ পরিবার, কোনাউ ম্রো পাড়ায় ২৫ পরিবার, নোয়া মারমা পাড়ায় ১৫ পরিবার এবং সদর উপজেলাধীন সিং কুং মারমা পাড়ায় ১৫ পরিবার।

জুম্ম গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন যে, স্থানীয় প্রশাসন ভূমিদুস্যুদের তাদের জায়গা-জমি জবরদখলে সহযোগিতা করছে। ২০১৫ সালে জানুয়ারি মাসে প্রভাবশালী ভূমিদুস্যুরা লংখ্যাং মৌজায় কোনাউ ম্রো পাড়ার প্রায় ২৫ আদিবাসী পরিবারকে তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। জানা

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক লক্ষ্মীছড়ি ও মহালছড়িতে ৫ জন অপহৃত, মুক্তিপণ আদায়

গত ৬ জুন ২০১৫ রাত আনুমানিক ৯ টার সময় খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার দুল্যাতলী ইউনিয়নের কলাছড়ি ও মহালছড়ি উপজেলার সিন্দুকছড়ির গোয়াইছড়ি গ্রাম থেকে ৫ জন নিরীহ গ্রামবাসী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত হয়েছে।

জানা যায়, লক্ষ্মী চাকমার নেতৃত্বে ১৩ জনের একদল সশস্ত্র ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রামবাসীদের অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে মারাত্মক আহত করে। পরে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা গত ৯ জুন ২০১৫ প্রত্যেকের কাছ থেকে নগদ ১ লক্ষ টাকা হারে মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহৃত গ্রামবাসীদের ছেড়ে দেয়।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে প্রাক্তন ইউপিডিএফ সদস্য জ্যোতি চাকমা তার নিজ বাড়ি গোয়াইছড়িতে দুর্বৃত্তদের ছোঁড়া গুলিতে নিহত হন। এলাকাবাসীর অভিযোগ- নিরীহ গ্রামবাসীদের এ হত্যাকান্ডের সাথে জড়িয়ে অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায় করাই ছিল ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কাজ।

অপহৃতরা হল- লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার কলাছড়ি গ্রামের জ্যোতি বিকাশ চাকমার ছেলে জুয়েল চাকমা (২০) ও মহালছড়ি উপজেলার সিন্দুকছড়ির গোয়াইছড়ি গ্রামের- ১. শ্যামল চাকমা (২৫) পিতা: সুর মনি চাকমা; ২. জগদীশ চাকমা (৩৮) পিতা: গোয়াচ্যা চাকমা; ৩. নিহার বিন্দু চাকমা (৪০) পিতা: জুরবুয়া চাকমা এবং ৪. চয়ন চাকমা (৪০) পিতা: লঙ্কেশ্বর চাকমা।

লংগদু এলাকায় সংস্কারপন্থী ও ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের ব্যাপক চাঁদাবাজি

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার বামের লংগদু থেকে দীঘিনালা সীমানা ডানে আটারকছড়া পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারপন্থীরা এবং বামের লংগদু দক্ষিণ পার্শ্ব রনছড়া থেকে বরকল সীমানা পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ব্যাপক চাঁদাবাজি করে আসছে। গত ১৭ জুন ২০১৫ সভা আয়োজন করে দাদীপাড়াবাসীকে ১ লক্ষ টাকা, মধ্যছড়াবাসীকে ৫০ হাজার টাকা, বামেছড়াবাসীকে ১ লক্ষ টাকা ও দজর পাড়াবাসীকে ১ লক্ষ টাকা চাঁদা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। গত ১৮ জুন ২০১৫ সভা ডেকে শীলছড়া গ্রামবাসীদের ১ লক্ষ টাকা, ডানে আটারকছড়া গ্রামবাসীদের ১ লক্ষ টাকা, করল্যাছড়ি গ্রামবাসীদের ২ লক্ষ টাকা চাঁদা আদায় করতে নির্দেশ দেয়। বলেছে সংস্কারপন্থীর সশস্ত্র সন্ত্রাসীর সদস্য সুজন চাকমা, ঝিমিতি চাকমা (বরকল), সন্তু বিকাশ চাকমা (ডানে আটারকছড়া)ও জীবন চাকমা (দীঘিনালা)। আরও ১৯ জুন গধাবান্যাছড়াকে ১ লক্ষ টাকা, বামে আটারকছড়া ও ভক্ত কার্বারী পাড়াকে ২ লক্ষ টাকা চাঁদা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। ইহা ছাড়াও প্রতিটি হেডম্যানকে ৫০ হাজার, মেম্বারদেরকে ২০ হাজার ওচেয়ারম্যানদেরকে ১ লক্ষ করে চাঁদা দিতে বলেছে। ১৭ জুন ডাঙ্গাবাজারে প্রাণ কোম্পানীর গাড়ি আটক করে ৩২ হাজার টাকা আদায় করে নেয়।

উল্লেখ্য, গত এপ্রিল মাসে সংস্কারপন্থীরা লংগদুর বিভিন্ন গ্রামের কার্বারীদের নিকট থেকে পালাক্রমে দেশীয় মুরগীর মাংস ১৫ কেজি করে ধরলে গ্রামবাসীরা দিতে বাধ্য হয়েছিল। পর পরই প্রতিটি গ্রামের কার্বারীদের নিকট হতে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা বাধ্যতামূলকভাবে এককালীন চাঁদা আদায় করেছে।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক নান্যাচরে এক কলেজ ছাত্রী প্রহৃত

গত ৩০ জুন ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা এক নিরীহ কলেজ ছাত্রীকে বেদম মারধর করে আহত করে। জানা যায়, সেদিন নান্যাচর উপজেলার সকল স্কুল ও কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সকাল সাড়ে নয়টায় উপজেলা সদরে উপস্থিত থাকতে ইউপিডিএফের পরিচালক ডায়মন্ড চাকমা ওরফে কালাইয়া নির্দেশ দেয়। ঘোষণা দেয়া হয় উক্ত তারিখে যথাসময়ে যদি কেউ অনুপস্থিত থাকে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ হবে। অসুস্থ থাকার কারণে নান্যাচর কলেজের আইএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী করুণা চাকমা (১৯) পিতা: চিত্র মোহন চাকমা, গ্রাম-যাঁদুখাছড়া সে কর্মসূচিতে আসতে না পারায় সকাল দশটায় নিজ বাড়ি থেকে অসুস্থাবস্থায় করুণা চাকমাকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে আসে এবং বেদম মারপিট করে মারাত্মক আহত করে। পরে ওই ছাত্রীর অভিভাবকরা মারাত্মক আহত ও অসুস্থ করুণা চাকমাকে নান্যাচর উপজেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে ১ জুলাই ২০১৫ বিকালে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ কর্তৃক এক গ্রামবাসীর বাড়ি ভাংচুর

গত ২৩ জুলাই ২০১৫ সকাল ৯ টায় মাইকেল মারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী সশস্ত্র ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার ৪নং গুমতি ইউনিয়নের তরুণীপাড়ার নন্দের বাঁশী ত্রিপুরার ছেলে মঙ্গল কুমার ত্রিপুরার বাড়িতে হামলা চালায়।

জানা যায়, এ সময় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা বাড়ির দরজা-জানালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে ৮ম শ্রেণির ছাত্রী রেখা ত্রিপুরাসহ (১২) অপর দুই কন্যাকে টেনে-হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায়। মারধর করার পর চলে যাওয়ার সময় নির্দেশ দিয়ে যায় যে, মঙ্গল কুমার ত্রিপুরা বাড়িতে আসলে ইউপিডিএফকে খবর দিতে হবে। খবর না দিলে সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিয়ে চলে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী সশস্ত্র ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের মধ্যে যাদের পরিচয় পাওয়া গেছে তারা হল ১) জনলাল ত্রিপুরা (জনি) ২) ধনমনি ত্রিপুরা (সুরেশ) ৩) ককছা ত্রিপুরা ৪) বিদ্যুৎ ত্রিপুরা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সমর্থক মঙ্গল কুমার ত্রিপুরা ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের ভয়ে বহুদিন ধরে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে বলে জানা গেছে।

সাংগঠনিক সংবাদ

চট্টগ্রামে পিসিপি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন এবং পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সমন্বয় সভা

রাজনৈতিক মানসম্মত নেতৃত্ব সৃষ্টি করে পার্টি সংগঠন সুদৃঢ় করার তাগিদ

গত ৫ জুন ২০১৫ চট্টগ্রাম নগরীর চেরাগী পাহাড়স্থ কদম মোবারক হলে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন এবং পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের "সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম : সমস্যা, সম্ভাবনা এবং করণীয়" শীর্ষক এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক শরৎ জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা, সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা প্রমুখ। সমন্বয় সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক, চট্টগ্রাম প্যারা মেডিক্যাল শাখা এবং পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সিইপিজেড, বন্দর, ডবলমুরিং, সাগরিকা, ফতেঙ্গা, চান্দগাঁও থানা শাখার শতাধিক নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সমন্বয় সভায় সর্বমোট ৩২ জন প্রতিনিধি তাদের মতামত প্রকাশ করেন এবং চট্টগ্রামে পার্টি সংগঠন সুদৃঢ় করার জন্য প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

সমন্বয় সভায় চট্টগ্রামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মহানগর, পলিটেকনিক, প্যারামেডিকেল শাখা এবং পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম এর যৌথ নেতৃত্বে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া; কার্যক্ষেত্রে সৃষ্ট বিরোধসমূহ গঠন মুলক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা; কোন কারণে সমাধানে ব্যর্থ হলে পার্টির সিনিয়র নেতৃত্বকে অবহিত করা; চট্টগ্রামে হিল উইমেন্স ফেডারেশনকে সক্রিয় রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা; চট্টগ্রাম এলাকায় সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার করার জন্য পাহাড়ী ছাত্র পরিষদকে অধিকতর ভূমিকা পালন করা; চট্টগ্রামে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম দ্বারা প্রতি শুক্রবার সাংগঠনিক সফর অনুষ্ঠিত করা এবং একে অন্যের প্রতি কর্মী সুলভ আচরণ করে পার্টির সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত করা ইত্যাদি বিষয়ে মতামত উত্থাপিত হয়।

কল্পনা চাকমা অপহরণের ১৯ বছর

অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মহিলা সমিতি ও এইচডব্লিউএফ-এর বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

গত ১২ জুন ২০১৫ সকাল ১০টায় রাঙ্গামাটিতে কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদে ও অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল ইউমেন্স ফেডারেশন। বিক্ষোভ মিছিলটি কালিন্দীপুরের জনসংহতি সমিতির জেলা কার্যালয় থেকে আরম্ভ হয়ে বনরূপা পেট্রোল পাম্প চত্বর ঘুরে এসে রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনার কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ১৯ বছরেও অপহৃত কল্পনা চাকমার খোঁজ দিতে না পারা রাষ্ট্রের জন্য লজ্জাজনক। বিচারহীনতা ও অপরাধীদের আড়াল করার অপচেষ্টা চলছে তাই ১৯ বছরেও সঠিক তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হচ্ছে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জড়িতা চাকমার সভাপতিত্বে ও সুপ্রভা চাকমার সঞ্চালনায় প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক শরৎ জ্যোতি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বান্দরবান সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ওয়াইচিং প্রু মারমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, কল্পনা চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেই সংগ্রামকে স্তব্ধ করার জন্য সেনাবাহিনীর লে: ফেরদৌসের নেতৃত্বে তাকে অপহরণ করা হয়। যে দেশে এ ধরনের অপহরণ ঘটনা ঘটে এবং এখনও তার কোন

সুষ্ঠু বিচার হয় না, সে দেশে কখনো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না, সে দেশে কখনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না, সে দেশে কখনো একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। তাই কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের যত দিন শাস্তি হবে না, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যত দিন পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হবে না-তত দিন আমাদের আন্দোলন চলবে।

জড়িতা চাকমা বলেন, কল্পনা চাকমা নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে গেছেন। তিনি কোথায় আছেন সেটা খুঁজে বের করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালন করছে না। এটা রাষ্ট্রের জন্য লজ্জাজনক। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না বিধায় এখনও এখানকার নারীদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ, অপহরণ, হত্যা, গুমের ঘটনা বন্ধ হয়নি।

ওয়াইচিং প্রু মারমা বলেন, কল্পনা চাকমা ছিল আমার বন্ধু। আমার বন্ধু কল্পনা চাকমাকে সেনাবাহিনীর লেঃ ফেরদৌসের নেতৃত্বে একদল বেপরোয়া সেনা সদস্য ও ভিডিপি কমান্ডার অপহরণ করে গুম করেছে। এ অপহরণ ঘটনা নিয়ে সরকার বিচারের নামে ১৯ বছর ধরে নানা তালবাহানা করে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আজ ১৮ বছর হতে চলেছে। চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার কালক্ষেপণ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন না করে জুম্মদের সাথে প্রতারণা করেছে, জুম্মদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। জুম্মদের মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে চলেছে।

ঢাকাঃ অন্যদিকে ১২ জুন বিকাল ৩.৩০টায় ঢাকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কল্পনা চাকমা অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে নারী, ছাত্র-যুব, অধিকারকামী ও আদিবাসী সংগঠনসমূহের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশ শেষে জমায়েতটি মিছিল করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে টিএসসি ঘুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে গিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি করে।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি চঞ্চনা চাকমা'র সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বর্ষীয়ান রাজনীতিক ও ঐক্যন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের আব্দুল মতিন ভুইয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য দীপায়ন খীসা, আবৃত্তিকার নিমাই মন্ডল, আদিবাসী নেতা গজেন্দ্রনাথ মাহাতো, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শম্পা বসু, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক চৈতালী ত্রিপুরা, গণজাগরণ মঞ্চের লাকী আক্তারসহ প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন সাংগঠনিক সম্পাদক চন্দ্রা ত্রিপুরা।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ সালের ১২ জুন দিবাগত রাতে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার নিউলাল্যাঘোনা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমা লেঃ ফেরদৌসের নেতৃত্বে একদল সেনা ও ভিডিপি সদস্য কর্তৃক অপহৃত হন। অপহরণকারীরা কল্পনার দুই বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা (কালীচরণ) ও লাল বিহারী চাকমাকেও (ক্ষুদিরাম) বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করে। কল্পনার বড় ভাই লাল বিহারী চাকমা টর্চের আলোতে অপহরণকারীদের মধ্যে কজইছড়ি সেনাক্যাম্পের কমান্ডার লেঃ মোঃ ফেরদৌস কায়ছার খান এবং ভিডিপি প্লাটুন কমান্ডার মোঃ নূরুল হক ও মোঃ সালেহ আহম্মদকে চিনতে পারেন।

কল্পনার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান দীপ্তিমান চাকমাকে নিয়ে বাঘাইছড়ির টিএনওর নিকট বিষয়টি অবহিত করেন। টিএনওর কাছে বর্ণিত বিবরণই বাঘাইছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং থানায় তা মামলা নং ২, তারিখ ১২-০৬-৯৬, ধারা ৩৬৪ দঃ বিঃ হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়। ১৭ জানুয়ারি ১৯৯৭ মামলাটি জেলা গোয়েন্দা শাখার নিকট হস্তান্তর করা হয়। ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ তদন্ত কার্যক্রম বাঘাইছড়ি থানায় স্থানান্তর করা হয়। প্রায় ১৪ বছর পর ২০১০ সালের ২১ মে পুলিশের চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করা হয়। যাতে অভিযুক্ত ও প্রকৃত দোষীদের সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। মামলার বাদী আদালতে চূড়ান্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে নারাজি আবেদন দাখিল করেন। ২ সেপ্টেম্বর ২০১০ আদালত অধিকতর তদন্তের জন্য সিআইডি পুলিশকে নির্দেশ দেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ চট্টগ্রাম জোন সিআইডির পক্ষ থেকে চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয়। উক্ত সিআইডি তদন্ত রিপোর্টেও কল্পনার কোন হদিশ না পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হলে বাদী তদন্ত রিপোর্ট প্রত্যাখান করেন এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান। গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ রাঙ্গামাটিস্থ জজ আদালত জেলা পুলিশ সুপারকে ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করার দায়িত্ব প্রদান করেন। এই তদন্তে অভিযুক্ত লেঃ ফেরদৌস, ভিডিপি সালেহ আহমদ ও মোঃ নূরুল হককে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক জবানবন্দি রেকর্ড করার কথা জানা

গেলেও মামলাটির কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। উপরন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ কল্পনার ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা ও লাল বিহারী চাকমার ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের আদেশ প্রদান করেন। ৬ মার্চ ২০১৪ মামলার বাদী কালিন্দী কুমার চাকমা ডিএনএ নমূনা সংরক্ষণের আদেশ প্রত্যাহার করার আবেদন করলেও ঐ আদেশ বহাল রাখা হয়। অপহরণকারীদের গ্রেফতার করে ঘটনার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে না পারার ব্যর্থতার দায় না নিয়ে উল্টো কল্পনার ভাইদের ডিএনএ সংগ্রহের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। যা কল্পনার পরিবারদের হয়রানি করার সামিল। বিষয়টিকে মামলার গতি অন্য দিকে ধাবিত করার প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ২৭ মে ২০১৫ শুনানির পর আদালত আবার ১৬ জুন ২০১৫ শুনানির তারিখ নির্ধারণ করেন। এভাবে শুনানির পর শুনানি চলছে, কিন্তু এখনও তদন্তের বা বিচারের কোন অগ্রগতি নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৪র্থ খাগড়াছড়ি জেলা সম্মেলন সম্পন্ন

গত ২৪ জুন ২০১৫ সকাল ১০টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৪র্থ খাগড়াছড়ি জেলা সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জোরদার করার লক্ষে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন'- এ আহ্বানের মধ্য দিয়ে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয়ে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা।

জনসংহতি সমিতির বিদায়ী খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক রূপক চাকমার পরিচালনায় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সাবেক সভাপতি ধীর কুমার চাকমা।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সৌখিন চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বাচ্চু চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি সুনির্মল দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা, জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ সভাপতি কিশোর কুমার চাকমা, জনসংহতি সমিতির লক্ষ্মীছড়ি থানা কমিটির আহ্বায়ক জ্যোতিষ দেওয়ান প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রণতি বিকাশ চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জটিল হতে জটিলতর হতে চলেছে এমনি অবস্থাতেই আজকের এই সম্মেলন। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্বকে চিরতরে নির্মূল করে দিতে দেশের শাসকগোষ্ঠী সর্বাত্মক আগ্রাসী ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। খাগড়াছড়ির পরিস্থিতি অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় অত্যন্ত নাজুক। তাই অধিকতর সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করে এগিয়ে আসার জন্য খাগড়াছড়ির নেতৃত্বকে তিনি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সংগ্রাম হচ্ছে কষ্ট-কঠিন ও বন্ধুর। সংগ্রাম যতই কঠিন ও প্রতিকূল হোক না কেন জুম্ম জনগণ বরাবরই পার্টির সাথে রয়েছে এবং সংগ্রামে যুক্ত রয়েছে। কঠিন এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হলে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উর্ধ্বে থেকে প্রগতিশীল আদর্শকে ধারণ করে অগ্রসর হতে হবে। খাগড়াছড়ির জনগণ খুবই দুর্বিসহ অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে। চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের নিপীড়ন হতে জনগণকে মুক্ত করতে এ কমিটিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

পরে ভবদত্ত চাকমাকে আহ্বায়ক ও উদয়ন ত্রিপুরাকে সদস্য সচিব করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা।

রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির ২য় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

"আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি জোরদার করুন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ৯-১০ জুলাই ২০১৫ ২য় রাঙ্গামাটি জেলা যুব সম্মেলন রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইনিস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির বিদায়ী সভাপতি সুনির্মল দেওয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা,

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফারুক হোসেন, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা, যুব মৈত্রীর সাংগঠনিক সম্পাদক কায়সার আলম, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদে কেন্দ্রীয় সভাপতি বাচ্চু চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের অস্তিত্ব চিরতরে ধ্বংসের জন্য শাসকগোষ্ঠীর পাশাপাশি চুক্তিবিরোধী মহল সরাসরি জড়িত রয়েছে। তিনি সম্মেলনে উপস্থিত ছাত্র ও যুবকদের গ্রাম ও শহরে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের জোরদার করার লক্ষ্যে গনসংগঠন সুদৃঢ় করার আহবান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ফারুক হোসেন বলেন, সরকার বর্তমানে মেডিকেল কলেজ ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালি অনুপ্রবেশ ঘটানোর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন এই সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলার জন্য যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

দু'দিন ব্যাপী যুব সমিতির জেলা সম্মেলন শেষে টোয়েন চাকমাকে সভাপতি, অরুন ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক ও মোহনচান দেওয়ানকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি গঠন করা হয়। নব গঠিত রাঙ্গামাটি জেলা যুব সমিতি কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সহ যুব বিষয়ক সম্পাদক বিধায়ক চাকমা।

মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্থগিতসহ জেলা পরিষদের শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি বন্ধ ও শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দের দাবিতে পিসিপির সমাবেশ

গত ২৮ জুন ২০১৫ সকাল ১০টায় রাঙ্গামাটি শহরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম স্থগিতসহ জেলা পরিষদে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি বন্ধ ও শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদানের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখা।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি অন্তিক চাকমার সভাপতিত্বে রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনার কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোনালিসা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক পাপুল বিকাশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি কলেজ শাখার শাখার সভাপতি আশিকা চাকমা।

সমাবেশে বক্তারা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়ে বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের নামে উন্নয়ন চাপিয়ে দিচ্ছে। বক্তারা অবিলম্বে জেলা পরিষদেও শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি বন্ধ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম স্থগিত করার দাবি জানান।

রাঙ্গামাটিতে মহিলা সমিতির ৪র্থ জেলা শাখা ও ৩য় সদর থানা শাখা সম্মেলন সম্পন্ন

গত ২৪ জুলাই ২০১৫ রাঙ্গামাটির সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির ৪র্থ রাঙ্গামাটি জেলা শাখা ও ৩য় রাঙ্গামাটি সদর থানা শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জোনাকি চাকমার সঞ্চালনায় ও সুমিত্রা চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ও সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার। প্রধান অতিথি ঊষাতন তালুকদার ও

সভাপ্রধান সুমিত্রা চাকমা যথাক্রমে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি বাচ্চু চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি টোয়েন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন, সরকার অব্যাহতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে স্বীকৃত শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা এখনো আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাব সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলেও এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষে উক্ত ১৩-দফার ভিত্তিতে অচিরেই উক্ত আইন সংশোধনের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, গতানুগতিক রাজনীতি নয়, আমাদেরকে গণমানুষের ও ত্যাগের রাজনীতি করতে হবে। আমরা যে রাজনীতি করছি সেটা ত্যাগের রাজনীতি। তাই রাজনীতিটা গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। নারীদেরও সমানতালে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে জনগণই আমাদের সর্বস্ব। জনগণকে আমাদের অবশ্যই সেবা করতে হবে। তাদের মাঝে আমাদেরকে খুঁজে পেতে হবে। অধিকতর সংযমী ও দায়িত্ববান হয়ে আমাদের সেই দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা তাঁর বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলন চলছে। সমাজের অর্ধেক অংশ নারী। এদেরকে বাদ দিয়ে উন্নত জাতি বিবেচনা করা যায় না। তাদেরকে বাদ দিয়ে কোন আন্দোলন সংগ্রাম সফল করা যায় না। আরও সবক্ষেত্রে নারীদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আরো বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করতে চায় তাই চুক্তি বিরোধী নানা ষড়যন্ত্র চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার, রোহিঙ্গা, সেনাক্যাম্প সম্প্রসারণ, বনায়নের ও বন বিভাগের নামে ভূমি বেদখল করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ অতিথি পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জড়িতা চাকমা বলেন, জুম্ম জাতীয় জীবনে এ সম্মেলন এক গুরুত্বপূর্ণ দিন, কারণ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এখনো চলমান রয়েছে। জুম্ম নারীদের এ সম্মেলন আমাদেরকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হবে আমাদের মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে। তিনিই প্রথম জুম্ম নারীদের অধিকারের প্রশ্নে আলোর পথ দেখিয়েছেন। পশ্চাদপদ জুম্ম নারী সমাজকে আন্দোলনে সামিল হতে তিনি উৎসাহ যুগিয়েছেন। হাঁটিহাঁটি পা পা করে আজ নারীরা এগিয়ে চলেছে। আমরা আশাবাদী, সামনের দিনগুলোতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও আমাদের জাতির মুক্তির জন্য যথেষ্ট অবদান রাখবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই সম্মেলনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করার কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য নতুন কমিটিদ্বয়কে তিনি অশেষ ধন্যবাদ জানান। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতা মানুষকে হতাশা করে অপরদিকে সম্ভাবনাও বিদ্যমান। এই দু'টো বাস্তবতার নিরিখে এ অঞ্চলের নারী সমাজ এগিয়ে এসেছে দায়িত্ব কাধে নিয়ে। এটি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ ব্যবস্থা পিছিয়ে পড়া, সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা সমাজে বিদ্যমান। পার্বত্য অঞ্চলে নারী সমাজ ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের মধ্যে থেকেও যেটুকু এগিয়েছে তা প্রশংসনীয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। আজকে নারীদের মধ্যে যারা নির্বাচিত হলেন তাদেরকে অধিকতর সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের মধ্যে শ্রম বিমূখতা রয়েছে- যা পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ। রক্ষণশীল মানসিকতা, পরনিন্দা-পরচর্চা, আত্মীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, গোষ্ঠীবাদ সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে। উচ্চ-বিলাসী চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও সচেতন থাকতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

শ্রী লারমা আরো বলেন, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে জুম্ম জনগণের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হতে হবে। নারীরা জাতীয় পর্যায়ে যেতে পারছে না তার কারণ কি? পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন, নিপীড়ন ইত্যাদি বলবৎ রয়েছে। নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যেতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনে জুম্ম নারী সমাজের আত্ম-বলিদানের উদাহরণ খুবই সীমিত। নতুন নির্বাচিত কমিটির উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, সবাইকে পরিশ্রমী হতে হবে, পড়াশুনা করতে হবে, বৈপ্লবিক চিন্তাধারা আয়ত্ব করতে হবে। সামন্তবাদী চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম যুগে যুগে উপনিবেশিক শাসনে শাসিত হচ্ছে। দীর্ঘ চার দশক ধরে চলছে সেনা শাসন। রাজনীতি করতে হলে সমাজ ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে হবে, শত্রু-মিত্রকে চিনতে হবে বলে তিনি জানান।

সম্মেলনে সুমিত্রা চাকমাকে সভাপতি, জোনাকি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও রীতা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত করে ২১-সদস্য বিশিষ্ট মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি এবং মিনা চাকমাকে সভাপতি, সুবিনা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও শীলা দেওয়ানকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭-সদস্য বিশিষ্ট রাঙ্গামাটি সদর থানা কমিটি গঠিত হয়।

বান্দরবানে মহিলা সমিতির ৪র্থ জেলা শাখা ও যুব সমিতির ১ম জেলা শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৪ জুলাই ২০১৫ সকাল ১০ ঘটিকার সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির ৪র্থ জেলা সম্মেলন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির ১ম জেলা সম্মেলন উপলক্ষে ঐতিহাসিক রাজার মাঠে এক জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় ও দলীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলন উদ্বোধন ঘোষণা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সাধারণ সম্পাদক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গুণেন্দু বিকাশ চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সভানেত্রী ও বান্দরবান সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান ওয়াইচিংপ্রু মারমা। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক মংস্তু মারমার সভাপতিত্বে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সাধারণ সম্পাদক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গুণেন্দু বিকাশ চাকমা, আরো বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জলিমং মারমা, সহ যুব বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডভোকেট বিধায়ক চাকমা, বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উছোমং মারমা, সহ-সভাপতি ও রুমা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অংথোয়াইচিং মারমা, বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বান্দরবান জেলা সভানেত্রী ও বান্দরবান সদর উপজেলার মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান ওয়াইচিং প্রু মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা, সুজয় চাকমা প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব বিষ্ণু চাকমা ও সদস্য ভাগ্যলতা তঞ্চঙ্গ্যা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা, তা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে। আর এ সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র পন্থা হল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি প্রায় ১৯ বছর পূর্ণ হতে চলেছে কিন্তু চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। অধিকন্তু সরকার চুক্তিবিরোধী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিজেই চুক্তি বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে পার্টির নেতৃত্বে চলমান অসহযোগ আন্দোলন দিন দিন আরো তীব্র হতে তীব্রতর হবে। প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম অচল করে দেয়া হবে বলে বক্তারা হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল বন্ধ, সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, সংশোধিত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ২০১৪ বাতিল করে চুক্তি অনুযায়ী জেলা পরিষদসমূহে নির্বাচন প্রদান এবং অবিলম্বে রোডম্যাপ ঘোষণা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নের জোর দাবি জানানো হয়।

সমাবেশ শেষে বেলা ২.৩০ ঘটিকার সময় মাস্টার গেস্ট হাউস হল রুমে মূল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় দুই শতাধিক প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে ওয়াইচিংপ্রু মারমাকে সভানেত্রী, ভাগ্যলতা তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক এবং রেংএংময় বমকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটি এবং মংস্তু মারমাকে সভাপতি, মংএচিং মারমা জিকোকে সাধারণ সম্পাদক এবং সাইংথোয়াই মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটি গঠিত হয়। নবগঠিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ যুব বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডভোকেট বিধায়ক চাকমা।

বান্দরবানের বালাঘাটায় এক জুম্ম ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার প্রতিবাদে পিসিপি ও এইচডব্লিউএফের বিক্ষোভ

গত ১৪ আগস্ট ২০১৫ বিকাল ৩ টায় জনৈক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার প্রতিবাদে ও উক্ত সেটেলার বাঙালির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে বান্দরবান সদরের বালাঘাটা প্রাইমারী স্কুলের সামনে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উবাসিং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, পার্বত্য জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সহ-ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক মংস্তু মারমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অজিত তঞ্চঙ্গ্যা, সাংগঠনিক সম্পাদক উখিংহ্লা মারমা, কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রুনুঅং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী আনন্তী তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এজন্য তারা

যথাযথ বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এসব ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখ করে বক্তারা ধর্ষণ চেষ্টাকারী আমানউল্লাহকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান।

উল্লেখ্য যে, গত ১৩ আগস্ট ২০১৫ বিদ্যালয় শেষে বাড়ি ফেরার পথে বান্দরবান সদরের বালাঘাটায় মুসলিম পাড়ার নির্জন এলাকায় একাকী পেয়ে উক্ত সেটেলার বাঙালি আমানউল্লাহ তাকে জাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করে। কিশোরীর আর্ত চিৎকারে আশে পাশের লোকজন এগিয়ে আসলে আমানউল্লাহ পালিয়ে যায়। ভিকটিম বাদী হয়ে বান্দরবান সদর থানায় একটি মামলা করেন এবং পুলিশ পরে আমানউলাল্লাহকে গ্রেফতার করে।

দেশের ক্রমঅবনতিশীল পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্বেগ

গত ১৬ আগস্ট ২০১৫ সকাল ১১ টায় ঢাকার শাহবাগে ঐক্য ন্যাপের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় উপস্থিত দেশের প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ দেশের ক্রম অবনতিশীল পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। নিলয় নীল হত্যাসহ ধারাবাহিকভাবে মুক্তচিন্তার ব্যক্তিদের হত্যা, উগ্র জঙ্গিবাদের নৃশংস তৎপরতা এবং শিশু-নারী হত্যা ও নির্যাতনসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, জনজীবনের ক্রমবর্ধমান সংকট ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরী জাতীয় কর্তব্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

উক্ত সভায় ছিলেন সিপিবি'র সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, প্রেসিডিয়াম সদস্য হায়দার আকবর খান রনো, ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য বিমল বিশ্বাস, গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য নুরুর রহমান সেলিম, শরাফত আলী হিরা, ঐক্য ন্যাপের প্রেসিডিয়াম সদস্য এস এম এ সবুর, সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট আসাদুলাহ তারেক, মিজানুর রহমান, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দীপায়ন খীসা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর পুনর্মিলনী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

গত ১৬ আগস্ট ২০১৫ বিকাল ৪:০০ টায় রাঙ্গামাটিস্থ জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের অন্যতম লড়াকু সংগঠন গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস-২০১৫ উত্তর পুনর্মিলনী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি জয়তী চাকমা ইনু ও সাধারণ সম্পাদক আনন্দ জ্যোতি চাকমাসহ সংগঠনের নেতা-কর্মী, শিল্পীবৃন্দ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল শাখার সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির প্রাক্তন সহ-সভাপতি জ্যোতিপ্রভা লারমা মিনু, হিরন্ময় চাকমাসহ জনসংহতি সমিতি, সমিতির সহযোগী সংগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রতিবারের ন্যায় এবছরও গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব অনুষ্ঠানে সংগঠনের শিশুশিল্পীবৃন্দসহ বিভিন্ন স্তরের শিল্পী, সদস্য ও সংগঠকরা ব্যাপক পরিশ্রম করে অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও বর্ণাঢ্য করে তোলেন।

অতিথিদের পক্ষ থেকে আলোচনায় বক্তব্য প্রদান করেন জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, মহিলা সমিতির সভাপতি জড়িতা চাকমা ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের চট্টগ্রাম অঞ্চল শাখার আহ্বায়ক শরৎ জ্যোতি চাকমা। সবশেষে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আনন্দ জ্যোতি চাকমা।

এই মহতী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীকে ধন্যবাদ জানিয়ে মঙ্গল কুমার চাকমা বলেন, এ বছর আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রেখেছে, বিশেষত ঢাকায় ও চট্টগ্রামে তারা যে উদ্দীপনামূলক সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী প্রদর্শন করেছে এটা সবাইকে উজ্জীবিত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি বলেন, এই গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী সেই ৭০ দশক থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত রয়েছে, জুম্ম জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা নেতৃত্বশীল ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি আরও বলেন, জাতিসত্তা পরিচিতির মূল ভিত্তি যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য, উন্নয়নের জন্য এই গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীকে আরো জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

জড়িতা চাকমা বলেন, গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী তার জন্মলগ্ন থেকে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে তার গান, নাচ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এখনও তারা এই সংগ্রামে অবতীর্ণ রয়েছেন। এবারের আদিবাসী দিবসেও তারা সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে–এজন্য আমরা গর্বিত।

শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী হচ্ছে একটি আন্দোলনের নাম। এটি জনসংহতি সমিতির একটি সহযোগী সংগঠন হিসেবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা পালন করে আসছে। সে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের যে আন্দোলন চলছে সে আন্দোলনে গিরিসুরের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি বলেন, যেহেতু গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী জনসংহতি সমিতির একটি সহযোগী সংগঠন, সেহেতু এই সংগঠনের বা এই সংগঠনের যারা সংগঠক বা কর্মীবৃন্দ যারা রয়েছেন, যারা শিল্পীবৃন্দ রয়েছেন, তাদেরকে মূল সংগঠন জনসংহতি সমিতির তার যে আদর্শ, তার যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখা বাঞ্ছনীয়। শুধু পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে তা নয়, সেটা ধারণ করা এবং সেটা প্রতিপালন করার আবশ্যকতাও রয়েছে।

শরৎ জ্যোতি চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকারের জন্য যে লড়াই-সংগ্রাম সে লড়াই-সংগ্রামে গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্যরা সেই সংগ্রামী শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সেক্ষেত্রে তিনি অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক আনন্দ জ্যোতি চাকমার অনুরোধে মঞ্চে উঠেন আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি জয়তী চাকমা ইনু। এরপর একে একে শ্রী লারমার হাত থেকে শুভেচ্ছা পুরস্কার গ্রহণ করেন গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পী ও এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সমাপ্তি চাকমা, ঊর্মি মারমা, প্রিয়াংকা আসাম ও সুমি চাকমা। এর পরপরই গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা..' পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু করা হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

লামায় এক ত্রিপুরা ছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে পিসিপি ও এইচডব্লিউএফের বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ

গত ২০ আগস্ট ২০১৫ সকাল ১১:০০ টায় বান্দরবানের লামা উপজেলায় আদিবাসী ত্রিপুরা ছাত্রীকে ধর্ষণকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বান্দরবান জেলা শাখার উদ্যোগে বান্দরবান বঙ্গবন্ধু মুক্ত মঞ্চের সামনে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক পারসেন বমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অজিত তঞ্চঙ্গ্যা, সাংগঠনিক সম্পাদক উখিংহ্লা মারমা, কলেজ শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুইয়ই মং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিলের বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক লুসাইমং মারমা, বাংলাদেশ ত্রিপুরা খ্রিস্টিয়ান স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন এর সদস্য কেশরাম ত্রিপুরা, বম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি জোয়ামথাংকুম বম, চাক স্টুডেন্টস কাউন্সিলের নেতা থোয়াইংক্যজাই চাক প্রমুখ।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং উক্ত ত্রিপুরা ছাত্রীকে ধর্ষণকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এসব ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখ করে বক্তারা ধর্ষণকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও ফাঁসীর দাবি জানান।

উল্লেখ্য যে, গত ১৭ আগস্ট ২০১৫ শারীরিক অসুস্থ হওয়ার কারণে চিকিৎসার জন্য ১৬ বছরের এক ত্রিপুরা কিশোরী লামা হাসপাতালে ভর্তি হয়। উক্ত ভিকটিম লামা গজালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০ম শ্রেণির ছাত্রী। তখন তার বেডের পাশে চিকিৎসা নিতে আসা সেলিম (২৮) এর তার উপর কুনজর পড়ে এবং পরদিন সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ চলে গেলে হাসপাতালের বাইরে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এরপর বিষয়টি হাসপাতালে জানাতে আসলে আবার হাসপাতালের স্টাফ নুর মোহাম্মদ (৩৮) ও শাহ আলম (৪০) চিকিৎসা করার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে অফিস সহকারীদের ডিউটি বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে রাতভর ধর্ষণ করে। মেয়েটিকে মুমূর্ষু অবস্থায় পরে বান্দরবান সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বড়থলি ইউনিয়ন ও চিৎমরং ইউনিয়ন নির্বাচনে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত প্রার্থীরা জয়যুক্ত

২৫ আগস্ট ২০১৫ রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলায় নবগঠিত বড়থলি ইউনিয়ন এবং কাপ্তাই উপজেলার চিৎমরং ইউনিয়নের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় ইউনিয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সমর্থিত প্রার্থীরা জয়লাভ করে।

বড়থলি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে আতো মং মারমা (জেএসএস-সমর্থিত প্রার্থী) জয় লাভ করে। তাছাড়া বড়থলি ইউনিয়নে মেম্বার পদে ৯ টি পদের মধ্যে ৭ টি জনসংহতি সমিতির সমর্থিত প্রার্থী জয়লাভ করেন আর বাকী শুধু একটি পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী জয় লাভ করেন। অধিকন্তু সব ৩ টি সংরক্ষিত মহিলা আসনে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত প্রার্থীরা জয় লাভ করেন।

অপরপক্ষে চিৎমরং ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে খ্যাইসা অং মারমা (পিসিজেএসএস-সমর্থিত প্রার্থী) জয় লাভ করেন। চিৎমরং ইউনিয়নে পূর্বের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের সদস্য নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ায় চেয়ারম্যান পদটি শূন্য হয়।

বান্দরবানে যুব সমিতির ১ম থানা সম্মেলন, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৫ম জেলা সম্মেলন ও পিসিপি শহর শাখার ১ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৮ আগস্ট ২০১৫ সকাল ১০.০০ টায় বান্দরবান মাস্টার গেস্ট হাউজ হলরুমে "চলমান অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে ছাত্র, যুব, নারী সমাজ ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন" শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির বান্দরবান সদর থানা ১ম সম্মেলন, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বান্দরবান জেলা শাখার ৫ম সম্মেলন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান শহর শাখা ১ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মংস্তু মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্টির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কে এস মং মারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পার্টির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জলিমং মারমা, জেলা কমিটির সভাপতি উছোমং মারমা, মহিলা সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি ও সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ওয়াইচিংপ্রু মারমা, পার্টির সদর থানা সভাপতি উচসিং মারমা, মংএচিং মারমা (জিকো), পিসিপির জেলা কমিটির সভাপতি উবাসিং মারমা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী শান্তি দেবী তঞ্চঙ্গ্যা, শোক প্রস্তাব পাঠ করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ডসিংনু মারমা।

পরে মংক্যপ্রু মারমাকে সভাপতি, সাইনথোয়াই মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সাকসিং ম্রোকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট বান্দরবান সদর থানার যুব সমিতি গঠন করা হয়। কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান মংস্তু মারমা। শান্তি দেবী তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি, ডসিংনু মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও রূপনা তঞ্চঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৩ সদস্যবিশিষ্ট হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বান্দরবান জেলা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান মহিলা সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি ওয়াইচিং প্রু মারমা। অপরদিকে উম্যামং মারমাকে সভাপতি, ক্যক্যথুই মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও খয়লুং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি বান্দরবান শহর শাখা গঠন করা হয়। কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান উবাসিং মারমা।

বক্তারা অবিলম্বে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করে চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা আগামী সংসদ অধিবেশনে সংশোধন করার জোর দাবি জানান। চলমান অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে ছাত্র, যুব, নারী সমাজ ঐক্য ও সংহতি জোরদার করার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

শহীদ মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্টে ইয়াক বাক্সা দল চ্যাম্পিয়ন

গত ২৪ আগস্ট ২০১৫ তারিখে শহীদ মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে এগ্রেসিভ থ্রিস্টার'কে ০-২ গোলে হারিয়ে ইয়াক বাকসা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত গত ২৪-২৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই ফুটবল টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এই টুর্ণামেন্টে মোট ১২টি দল অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য যে, ২০১২ সালের ২০ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও ছাত্র সম্মেলনে সন্দেহভাজন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলায় শহীদ হন কাপ্তাই সুইডিস পলিটেকনিক শাখার ছাত্র মংচসিং মারমা। তার সেই আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ২০১৩ সাল থেকে প্রতি বছর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চবি শাখা শহীদ মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্ট আয়োজন করে আসছে।

এ বছর টুর্ণামেন্টের উদ্বোধন করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সংগ্রামী সভাপতি পিপল মারমা। ২৪ আগস্ট ২০১৫ তারিখে শুরু হওয়া টুর্ণান্টেটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ফাইনালে অবতীর্ণ হয় এগ্রেসিভ থ্রিস্টার এবং ইয়াক বাকসা। চুড়ান্ত পর্বের খেলায় তাদের মধ্যে নৈপূর্ণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইয়াক বাক্সা চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হাতে তুলে নেয়।

উক্ত টুর্ণামেন্টের চুড়ান্ত পর্বে এবং পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রভাষক বসুমিত্র চাকমা, শারীরিক শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালক হাবিবুর রহমান জালাল, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বাচ্চু চাকমা এবং উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক সুইচিং মং মারমা।

রাঙ্গামাটি জেলায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বিভিন্ন শাখা সম্মেলন সম্পন্ন

সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন শাখা কমিটির কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে এ সকল শাখা কাউন্সিলের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দেয়া হলঃ

রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার ১৯তম কাউন্সিলঃ

"শিক্ষা হোক সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার, শোষণহীন ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাই হোক ছাত্রসমাজের দৃঢ় অঙ্গীকার" এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ১৪ জুন ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার কাউন্সিল কলেজ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংগ্রামী সহ-সভাপতি ও ২৯৯ নং রাঙ্গামাটি আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য শ্রী ঊষাতন তালুকদার। সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি কলেজ শাখার বিদায়ী কমিটির সভাপতি রিন্টু চাকমা। প্রধান অতিথি শ্রী ঊষাতন তালুদার বলেন, ছাত্রসমাজের প্রথম কাজ হবে জ্ঞান অর্জন করা। সেটা কি ধরনের হবে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, সঠিক-বেঠিক, নিজের বিবেকবোধকে জাগ্রত করে তা অর্জন করতে হবে। ছাত্রসমাজকে প্রগতিশীল শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। যে শিক্ষা শুধুমাত্র কেরানী সৃষ্টি করে, যে শিক্ষা শুধু নিজের স্বার্থকে চরিতার্থ করে সেই শিক্ষাকে পরিহার করে ছাত্রসমাজকে গণমুখী শিক্ষা, জনগণের জন্য শিক্ষা, বিবেককে জাগ্রত করার শিক্ষা অর্জন করতে হবে। এছাড়াও সমাবেশে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী শক্তিপদ ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় সভাপতি বাচ্চু চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সভাপতি চঞ্চনা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সভাপতি রিটন চাকমা প্রমূখ। সুমিত্র চাকমাকে সভাপতি, নিতীষ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং রীজেব চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক অধিরাম চাকমা।

রাঙ্গামাটি শহর শাখার ১৭তম কাউন্সিলঃ

" শিক্ষা নিয়ে সকল প্রকার ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করুন এবং অসহযোগ আন্দোলনে জুম্ম ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ুন " এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ২০জুন ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি শহর শাখার কাউন্সিল রাঙ্গামাটি জেলা অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী শরৎ জ্যোতি চাকমা। সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি শহর শাখার বিদায়ী কমিটির সভাপতি সোহেল চাকমা। এছাড়াও সমাবেশে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অনিল মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী মোহন চান দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি কলেজ শাখার সভাপতি আশিকা চাকমা প্রমূখ। পলাশ চাকমাকে সভাপতি, সুপিয়ন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং তপন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট রাঙ্গামাটি শহর কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মাইকেল চাকমা।

বিলাইছড়ি থানা শাখার ১৫তম কাউন্সিলঃ

"পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলন জোরদারকরণে ছাত্র ও যুবসমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ুন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ৭ আগস্ট ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বিলাইছড়ি থানা শাখার ১৫তম কাউন্সিল বিলাইছড়ি উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের বিলাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি দীপায়ন দেওয়ান। এছাড়াও সমাবেশে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বিলাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি শ্রী শুভ মঙ্গল চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বিলাইছড়ি থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী বীরোত্তম তঞ্চঙ্গ্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বিলাইছড়ি থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী টিপু চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি শ্রী টোয়েন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাইকেল চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক পুলক চাকমা প্রমূখ। মিলন কুসুম তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি, উত্তম চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সুনীল তঞ্চঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট বিলাইছড়ি থানা কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মাইকেল চাকমা।

রাজস্থলী থানা শাখার ৫ম কাউন্সিলঃ

"পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলমান অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্র ও যুবসমাজ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জোরদার করুন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৮ আগস্ট ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও যুব সমিতির রাজস্থলী থানা কাউন্সিল, রাজস্থলী উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক শ্রী মঙ্গল কুমার চাকমা। সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, রাজস্থলী থানা কমিটির সভাপতি বাচ্চু তঞ্চঙ্গ্যা। এছাড়াও সমাবেশে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী নীলোৎপল খীসা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাজস্থলী থানা কমিটির সভাপতি শ্রী পুলখই মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি শ্রী টোয়েন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি অন্তিক চাকমা প্রমূখ। ঐক্যনু মারমাকে সভাপতি, অংসিনু মারমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং রাজমিত্র তঞ্চঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট রাজস্থলী থানা কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মাইকেল চাকমা।

শেষ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক সংবাদ

অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধি সঞ্জয় রতন বড়ুয়া। বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার সংগঠন জুম্ম ভয়েসের ডমনিক কুশ, সারভাইভাল

ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি কোরনেল ক্রিক ও মিহির চাকমাসহ আরও কয়েকজন। ফ্রান্স সরকারের বিভিন্ন স্তরের কয়েকজন প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন লিক্ষন চাকমা ও তাপস বড়ুয়া।বক্তারা আদিবাসীদের বৈষম্যের দৃষ্টিতে না দেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধের দাবি জানিয়ে তারা বলেন, যাদের কারণে অরাজকতা সৃষ্টি হচ্ছে তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া হোক। পরে আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। লুচি চাকমা, এলপি চাকমা, টমেলী ত্রিপুরা ও সুচরিতা রোয়াজা চাকমা ও ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী নৃত্য পরিবেশন করেন।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

ইউএনপিও'র সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান, পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন

আনরিপ্রেজেনটেড নেশন ও পিপলস অর্গাইজেশন (ইউএনপিও)-এর সাধারণ পরিষদের ১২তম অধিবেশন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছে এবং সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, ২-৪ জুলাই ২০১৫ তিনদিন ব্যাপী ইউএনপিও-র সাধারণ পরিষদের ১২তম অধিবেশন বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস-এ অনুষ্ঠিত হয়। ইউএনপিও-র ৪৬টি প্রতিনিধিত্বহীন জাতি (নেশন) ও জাতিগোষ্ঠীর (পিপলস) সদস্যদের মধ্যে ৩২টি জাতি ও জাতিগোষ্ঠীর প্রায় ৪৫ জন প্রতিনিধি এই ১২তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ও সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা এবং মানবাধিকার কর্মী (সিএইচটি ফাউন্ডেশন) কৃষ্ণ আর চাকমা উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন।

উক্ত অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে বিষয় হস্তান্তর ও কার্যকরকরণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন পূর্বক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, অপারেশন উত্তরণসহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসনের দাবি জানানো হয়। সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আহ্বান জানানো হয়। ২০১১ সালে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১১তম অধিবেশনে গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়নেরও আহ্বান জানানো হয়। বাংলাদেশের উপর ২০১৩ সালে ইউপিআরের অধিবেশনে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে সম্মেলনে নারী ও কন্যাশিশুসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করারও আহ্বান জানানো হয়।উক্ত অধিবেশনে ইউএনপিও-এর ১১-সদস্য-বিশিষ্ট নতুন প্রেসিডেন্সী কমিটি গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট হিসেবে নাসের বোলাদাই (ইরানের 'বালুচিস্তান পিপলস পার্টির' আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি) এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আবদিরাহমান মাহদি (সোমালিয়ার 'ওগাদেন ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের' আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক) নির্বাচিত হন। সম্মেলনের শুরুতে নতুন ৯টি সদস্যের আবেদন অনুমোদন করা হয় এবং ইউএনপিও-র সংবিধানে তাদের স্বাক্ষর, নতুন সদস্যদের পতাকা ও ইউএনপিও-র পতাকা বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন সদস্যদের গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনের শেষ দিনে সম্মেলনের ১২টি সুপারিশ সম্বলিত জেনারেল রেজুরেশন সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। উক্ত রেজুলেশনে অপ্রতিনিধিত্বশীল জাতি ও জাতিগোষ্ঠীর মানবিক নিরাপত্তা, পরিবেশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈষম্য ও বঞ্চনার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া অপ্রতিনিধিত্বশীল জাতি ও জাতিগোষ্ঠীর ভূখন্ডে সরকার কর্তৃক সামরিকায়ন বন্ধ করা, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বসতিকারী জনসংখ্যা সরিয়ে নেয়া, ভূমি জবরদখল বন্ধ করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসী ও সরকারের মধ্য স্বাক্ষরিত চুক্তিবা সমঝোতা বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

প্যারিসে আদিবাসী দিবস উদযাপন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও আদিবাসী দিবস উদযাপন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে এবং ওয়ার্ল্ড বড়ুয়া অর্গানাইজেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ফ্রান্সে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপিত হয়েছে। রাজধানী প্যারিসের আইফেল টাওয়ার সংলগ্ন মানবাধিকার চত্বরে ৯ আগস্ট এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ওভারভিলিয়ে বৌদ্ধ বিহারের উপাধ্যক্ষ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো। সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ল্ড বড়ুয়া

৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে ৩১ আগস্ট ২০১৫ প্রকাশিত ও প্রচারিত।
টেলিফোন- +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল : pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org
শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা